শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
১-৩ স্তিফ্যান ম্যায়েরস (Ph.D)
এবং
৪-১০ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ৪

খ্রীষ্টতত্ত্ব

খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১০টি মডিউল

The John Knox Institute
of Higher Education

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2021 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Robert D. McCurley is minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church, in Taylors, South Carolina, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing), Presbytery of the United States of America.

greenvillepresbyterian.com

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল এবং বক্তৃতার সূচক

মডিউল ১

বৃহৎ ভূমিকা (Prolegomena: The Doctrine of First Principles) – প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব

মডিউল ২

স্বকীয় ঈশতত্ত্ব (Theology proper) – ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা (Doctrine of God)

মডিউল ৩

মানবতত্ত্ব (Anthropology) - মনুষ্য সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৪

খ্রীষ্টতত্ত্ব (Christology) - খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

১। খ্রীষ্টতত্ত্বের ভূমিকা..... ১
২। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব..... ৭
৩। খ্রীষ্টের মনুষ্যত্ব..... ১৩

মডিউল ৫

পরিত্রাণতত্ত্ব (Soteriology) – পরিত্রাণ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব (Ecclesiology) - মণ্ডলী সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব (Eschatology) - অন্তিম সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ স্তিফ্যান ম্যায়েরস (Ph.D)

মডিউল ৪ – বক্তৃতা ১

খ্রীষ্টতত্ত্বের ভূমিকা (Introduction to Christology)

আমরা এখন খ্রীষ্টতত্ত্ব নিয়ে আমাদের অধ্যয়ন শুরু করতে চাই, যেখানে আমরা যীশু খ্রীষ্ট কে এবং তিনি তাঁর লোকেদের জন্য কী করেছেন উভয়ই শিখতে পারি। মথির সুসমাচারে, মথি ১৬-তে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন করেছেন। তারা কৈসরিয়া ফিলিপি, ইস্রায়েলের বাইরের একটি শহরে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে যীশু মথি ১৬ অধ্যায় ১৩ পদে এক সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন; "মনুষ্যপুত্র কে, এ বিষয়ে লোকে কী বলে?" যীশু চান তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বলুক যে অন্য লোকেরা তাঁর পরিচয় সম্পর্কে কী বলছে। শিষ্যরা ১৪ পদে যীশু কে বলে যে কিছু লোক বলে যে আপনি যোহন বাপ্তাইজক। কিছু লোক বলে যে আপনি এলিয়। অন্য লোকেরা বলে যে আপনি যিরমিয়। তারপরও অন্যান্য লোকেরা বলে যে আপনি ভাববাদীদের একজন।

এখন এই সব পরিচয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। এরা সবাই এমন লোক যাদের বিষয়ে পুরাতন নিয়মে বলে যে এরা মসীহের আগমনের পূর্বে আসবে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। এদের মধ্যে যে কোনো একজন হওয়া, একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার সমান। যীশু কে সেই বিষয়ে এর কোনটিই নিম্ন মুল্যায়ন নয়। কিন্তু এই মূল্যায়নগুলি সব ভুল। শিষ্যরা যাদের সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন তারা সকলেই যীশু সম্পর্কে উচ্চতর কথা বলেছেন। তাদের কেউই যীশুকে অপমান করতে বা তাঁর গুরুত্ব বা মহিমাকে অবমূল্যায়ন করার চেষ্টা করেনি, কিন্তু সেগুলি সমস্তই যীশুর ভুল মুল্যায়ন মাত্র। তাই যীশু শিষ্যদের প্রতি মনোযোগ দেন। ১৫ পদে যীশু তাঁর শিষ্যদের দিকে তাকালেন এবং তিনি বলেন, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?" কিন্তু এই প্রশ্ন শুনে শিষ্যরা– যারা এমন মানুষ ছিলেন যে তারা যীশুকে অনুসরণ করার জন্য সবকিছু ছেড়ে চলে এসেছিল: তারা তাদের বাড়িঘর, তাদের চাকরি, তাদের পরিবার ছেড়েছিল, তারা যীশুকে অনুসরণ করার জন্য, তাঁর সাথে থাকার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে; তবে সত্যি তিনি কে? তাদের জীবনের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান করা এই মানুষটি কে?

পিতর কথা বলেন এবং এই কথার প্রসঙ্গে সেই কথা বলেন, তিনি বলেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।" এই শব্দগুলির সাথে, পিতর সেই সত্য কথা বলেন যা ইতিহাসের একেবারে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। পিতর আমাদের বলেন যীশু কে। তিনি খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত জন। সেই পরিচয়ে, যীশু আমাদের জানান যে যীশু কী করতে এসেছেন– তিনি সেই মুক্তি দিতে এসেছেন যা আদিপুস্তকে প্রথম থেকেই বলা হয়েছিল। এক কথায় এবং এক বাক্যে, এই প্রশ্নের উত্তর হল, পিতর আমাদের এক খ্রীষ্টতত্ত্ব দিয়েছেন যা পুর্নাঙ্গ রূপে বুঝতে আমাদের এই বক্তৃতা সম্পূর্ণ সিরিজের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আপনি দেখুন, যীশু কে, এটি বিবেচনার বিষয়। যীশু কে, তা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে আপনার হৃদয়ে এবং আপনার মনে অনেক কিছু চলছে। বিক্ষিপ্ততা এবং যত্ন, উদ্বেগ ইত্যাদি। আপনার জীবনে, আপনার পরিবারে কিছু কিছু ঘটছে এবং সেগুলি সবই অতি গুরুত্বপূর্ণ– সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনটিই এই সহজ প্রশ্নের উত্তরের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়: আপনি কাকে যীশু বলছেন? আপনি তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারেন। আপনি তাঁর সম্পর্কে উচ্চ এবং উচ্চ জিনিস বলতে পারেন এবং তৎপরেও তাঁর মহিমা তাঁকে বঞ্চিত করতে পারেন। শিষ্যরা যে সমস্ত লোকের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল– সেই সমস্ত লোকেরা যীশুর মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু তারা জানত না তিনি কে। আপনি কাকে যীশু বলেন? এটি অন্য কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আসুন একটি সহজ উত্তর দিয়ে শুরু করি, একটি সুস্পষ্ট উত্তর দিয়ে। যীশু কে? আচ্ছা, তিনিই যীশু। মথি ১:২১, যোষেফ সবেমাত্র জানতে পেরেছেন যে মরিয়ম, যার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা সম্পন্ন হয়েছে, তিনি গর্ভবতী এবং তাই তিনি তাদের সম্পর্ক চুপচাপ এবং নিস্তব্ধে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাইহোক, প্রভুর

একজন স্বর্গদূত স্বপ্নে যোষেফের কাছে আবির্ভূত হন এবং তাঁকে বলেন যে মরিয়মের গর্ভে থাকা শিশুটি পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা গর্ভে এসেছে। তারপর স্বর্গদূত এটি বলেন, "এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রান করিবেন। "তাঁর নাম– "যীশু" আক্ষরিক অর্থে, "যাহা রক্ষা করেন" বা "যেহোভা রক্ষা করেন।" এখন যদি আপনি সম্ভবত ইতিমধ্যেই জানেন যে, পুরাতন নিয়মে দেওয়া ঈশ্বরের সবচেয়ে মূল্যবান নাম যিহোবা। এটি তাঁর চুক্তির নাম, তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান নাম– যে নামটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে নির্দেশ করে যিনি বিশ্বস্তভাবে এবং সর্বশক্তিমানভাবে তাঁর লোকেদের রক্ষা করেন। "যীশু" মানে "যেহোভা রক্ষা করেন"– বা এমনকি "যিহোবাই পরিত্রাণ"। তাঁর নাম, যীশু, অতীত প্রজন্মের ঈশ্বরের সমস্ত সংরক্ষণের কাজগুলিকে তিনি সম্পন্ন করেছেন,তাঁর সমস্ত লোকেদের পুর্নাঙ্গ মুক্তি এবং সেই পরিত্রাণের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা হিসাবে বেথলেহেমে এক শিশুরূপে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেহোভা হলেন সেই ঈশ্বর যিনি তাঁর লোকেদেরকে মিশরীয় শাসন থেকে উদ্ধার করেছিলেন। যেহোভা হলেন সেই ঈশ্বর যিনি ইস্রায়েলের সন্তানদেরকে দুধ ও মধু প্রবাহিত দেশে নিয়ে এসেছিলেন। যেহোভা রক্ষা করেন। সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত পুরাতন নিয়মে,সমস্তই সেই একই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যা যীশুর নাম প্রকাশ করে– ঈশ্বর রক্ষা করেন, যেহোভা রক্ষা করেন।

কিন্তু স্বর্গদূত যা বলেন তাতে সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করুন। যীশুকে এই নাম দেওয়া হয়েছে "যীশু", যার অর্থ "যেহোভা রক্ষা করেন"– কেন? কেননা যেহোভা রক্ষা করেন? আচ্ছা, তবে কিন্তু পদটি এটি বলে না। ২১ পদ বলে যে এই শিশুর নাম রাখা হবে "যেহোভা রক্ষা করেন" কারণ তিনি আপন লোকেদের রক্ষা করবেন। যখন আমরা যীশুকে তাঁর লোকেদের রক্ষা করতে দেখি, তখন আমরা যিহোবাকে তাঁর লোকেদের রক্ষা করতে দেখি– আমরা দেখি ঈশ্বর নিজেই তাঁর লোকেদের রক্ষা করছেন। যীশু কেবল চুক্তির রক্ষাকারী ঈশ্বর। যীশুর নাম "যীশু" রাখার কারণ এটি নয় যে যেহোভা তাঁর মাধ্যমে তাঁর লোকেদের রক্ষা করবেন। না, অনুচ্ছেদটি আমাদের বলে যে মরিয়মের পুত্রের নাম যীশু রাখা হবে, কারণ যিহোবার মতো তিনি তাঁর লোকেদের রক্ষা করবেন। যেহোভা রক্ষা করেন– যীশু রক্ষা করেন– এটা একই কথা বলছে।

লক্ষ্য করুন যীশু কী সংরক্ষণ করছেন। ২১ পদে বলে যে যীশু তাঁর লোকদের রক্ষা করবেন। যখন মরিয়মের পুত্র মুক্তির কাজ হাতে নেয় এবং তা সম্পন্ন করে,তখন তিনি ঈশ্বরের লোকেদের রক্ষা করবে না, তিনি যিহোবার লোকেদের রক্ষা করবে না। করবেন ন! শাস্ত্র আমাদের বলে যে তিনি "তাঁর" লোকেদের রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের লোকেদের কথা এবং যীশুর লোকেদের কথা, দুটিই একই দলের কথা বলা হচ্ছে। মরিয়মের পুত্রের মধ্যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য এসেছেন।

আর এই উদ্ধারকারী যীশু তাঁর চুক্তির লোকদের কিসের থেকে বাঁচাবেন? তিনি তাদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন। তিনি তাদের রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে বাঁচাতে আসেননি। তিনি তাদের কষ্ট বা দুর্দশা থেকে বাঁচাতে আসেননি। না! পদ ২১ অনুসারে, তিনি তাদের পাপ থেকে বাঁচাতে এসেছেন। বহু শতাব্দী আগে, গীতরচক গীতসংহিতা ১৩০:৭ এবং ৮ পদে লিখেছেন, "ইস্রায়েল, সদাপ্রভুতে প্রত্যাশা কর; কেননা সদাপ্রভুর কাছে দয়া আছে; আর তাঁহার কাছে প্রচুর মুক্তি আছে। আর তিনিই ইস্রায়েলকে মুক্ত করিবেন, তাহার সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত করিবেন।" মরিয়মের পুত্র হলেন সেই একজন– ইস্রায়েলের যিহোবা, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর লোকদেরকে তাদের পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সময় অতিক্রম করেছেন।

আপনি কি এই যীশুর মহিমা দেখতে পাচ্ছেন? মহিমান্বিত প্রভু, যাঁর সিংহাসন স্বর্গে এবং যাঁর পাদদেশ পৃথিবীতে, তিনি তাঁর মহিমা দ্বারা নিজের নামকরণ করেন। তিনিই যেহোভা যিনি রক্ষা করেন– সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি রক্ষা করেন। তিনি আমাদের প্রয়োজন অনুসারে নিজের নামও রাখেন। তিনিই রক্ষা করেন। তিনি আমাদেরকে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য যে পরিত্রাণের মিশন হাতে নিয়েছেন তার নাম তিনি রেখেছেন। তিনগুণ পবিত্র ঈশ্বরের জ্বলজ্বলে মহিমা এবং তাঁর লোকেদের নিষ্পেষণ প্রয়োজন– এসব যীশুতে পরিপূর্ণ হয়। এসব তাঁর নামে – তাঁর মহিমা এবং আমাদের দুর্বলতার প্রয়োজনকে চুম্বন করে।

যীশু কে, এই সম্বন্ধে আমরা কী বলি? আমরা বলি যে তিনি হলেন যীশু, ইস্রায়েলের সেই পবিত্র জন, যিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য এসেছেন। এই যীশু, তিনিই খ্রীষ্ট। এটি বিশেষভাবে

সেই নাম যা পিতর মথি ১৬:১৬ পদে, যীশুর জন্য ব্যবহার করেছেন: "তুমি খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।" এই শব্দ, এই উপাধি "খ্রীষ্ট" মানে হল "অভিষিক্ত ব্যক্তি"। শাস্ত্রের অনেক স্থানের মধ্যে এটি এক স্থান যেখানে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পুরাতন নিয়ম মূলত হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল, সেখানেই নতুন নিয়ম মূলত গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। বাইবেলের দুটি অংশ মূলত ভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছিল। তাই কখনও কখনও, একই শব্দ ভিন্ন দেখাবে, পুরাতন নিয়মের চেয়ে নতুন নিয়মে তা ভিন্ন হবে, এবং এখানেও এমন কিছুই ঘটছে। নতুন নিয়মে "খ্রীষ্ট" শিরোনামটি ঠিক একই জিনিস বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা পুরাতন নিয়মে "মশীহ" শিরোনাম দ্বারা বোঝানো হয়েছিল। যখন পিতর বলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট, তিনি স্বীকার করছেন যে যীশুই মশীহ। পুরাতন নিয়মে মশীহ, সেই মুক্তিদাতা যার বিষয়ে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের জন্য তাঁকে পাঠাবেন। যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সময়– এবং এই বাক্যাংশটি "যীশুর পার্থিব পরিচর্যা" যীশুর জন্ম এবং তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মধ্যবর্তী পুরো সময়কালকে নির্দেশ করে।। তবে আমরা পরে এটি সম্পর্কে আরও কথা বলবো। যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সময়, মশীহের প্রতি ইহুদিদের প্রত্যাশা বিশেষভাবে একজন দাউদ বংশীয় রাজার প্রতিশ্রুতির সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে, ঈশ্বর দাযূদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে,ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দাযূদের বংশধরদের মধ্যে একজন চিরকালের জন্য ইস্রায়েলের উপর শাসন করবে। সেই প্রতিশ্রুতি ইস্রায়েলের বড় আশা হয়ে উঠেছিল। দাযূদের পুত্র একজন রাজা ছিলেন, যাকে ঈশ্বর তাদের ওপর শাসন করার জন্য পাঠাবেন। গীতসংহিতা ২-এ, গীতরচক বলেছিলেন যে জাতিগুলি, বিশ্বের দুষ্ট নেতারা,ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং তাঁর মসীহের বিরুদ্ধে– ২ পদে সজ্জিত হয়েছিল; এবং তারপর ৮ এবং ৯ পদে, ঈশ্বর ঘোষণা করেছিলেন যে সেই সমস্ত জাতিগুলিকে তাঁর মশীহকে দেওয়া হবে। তাঁর মশীহ তাঁর সামনে তাঁর শত্রুদের ভেঙে দেবেন। মশীহ, যিনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরের লোকেদের উপর রাজত্ব করবেন, তিনি তাঁর নামের এবং তাঁর লোকদের সমস্ত শত্রুদের ধ্বংস করবেন। এই প্রতিশ্রুতি এবং এর মতো আরও অনেকগুলি– একটি আসন্ন মশীহের প্রতিশ্রুতি– ইস্রায়েলীয়দের কাছে খুব প্রিয় ছিল, যেমন তারা অন্যদের হাতে, অন্যজাতির হাতে কষ্ট সহ্য করেছিল; যেমন তারা ব্যাবিলনে বন্দী হয়েছিল; যেমন তারা রোমান সাম্রাজ্য দ্বারা শাসিত হয়েছিল। এটি ছিল সেই একজন মশীহের প্রতিশ্রুতি যা তারা আঁকড়ে ধরেছিল এবং যেটিতে তারা আশা করেছিল।

পুরাতন নিয়মের একটি স্থান যেখানে এই মশীহ এবং তার মুক্তির কথা বলা হয়েছ তা হল হবক্কূক ৩। সেখান হবক্কূক ভাববাদী প্রার্থনা করছেন এবং তিনি আসন্ন মুক্তির এই দৃশ্যটি বর্ণনা এইভাবে বর্ণনা করেছেন, যে প্রভু জাতিগণের বিরুদ্ধে বিচার করতে এবং নিজ লোকেদের মুক্তির জন্য আসছেন। হবক্কূক ৩ অধ্যায়ে ৩-৫ পদে, আমরা এটি পড়ি: "ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্ব্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। তাহার তেজ দীপ্তির তুল্য, তাঁহার হস্ত হইতে কিরণ নির্গত হয়; ঐ স্থান তাঁহার পরাক্রমের অন্তরাল। তাঁহার অগ্রে অগ্রে মহামারী চলে, তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া জ্বলদঙ্গার গমন করে।" এটি এক উদ্ধারকারী। ইনি সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর লোকেদের একত্রিত করার এবং তাদের উদ্ধার করার জন্য যিনি পর্বতগুলিকে ঝুঁকিয়ে দেন। তারপরে আমরা ১৩ পদে পড়ে যায়, "তুমি আপন অশ্বগণ লইয়া সমুদ্র দিয়া গমন করিলে। সেই মহাজলরাশি দিয়া গমন করিলে।" এই পরাক্রমশালী, প্রকম্পিত পরিত্রাণ যা ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে আনতে চলেছেন, হবক্কূক বলেছেন, তিনি এটি তাঁর মশীহের মাধ্যমে এবং তাঁর সাহায্যে আনবেন। ইনিই সেই অভিষিক্ত জন। এটি হলেন মশীহ। আর তিনি সেই ঈশ্বরের মুক্তি নিয়ে আসেন যার পা জ্বলন্ত কয়লা খণ্ড সম। এখানে প্রত্যাশা আছে। এখানে ঈশ্বরের লোকেদের জন্য শক্তি আছে।

এই বিচারক, সর্বশক্তিমান মশীহ অবশ্যই পুরাতন নিয়মের অন্য কোথাও আবির্ভূত হয়েছেন। যিশাইয় অধ্যায় ১১, প্রথম এবং পরবর্তী পদগুলিতে, আমরা পড়ি: "আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন। আর সদাপ্রভুর আত্মা– প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভুভয়ের আত্মা– তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন; আর তিনি সদাপ্রভুর– ভয়ে আমোদিত হইবেন । তিনি চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, কর্ণের শ্রবণানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন না; কিন্তু ধর্ম্মশীলতায় দীনহীনের বিচার করিবেন, সরলতায় পৃথিবীস্থ নম্রদের জন্য নিষ্পত্তি করিবেন;

তিনি আপন মুখস্থিত দণ্ড দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিবেন, আপন ওষ্ঠাধরের নিঃশ্বাস দ্বারা দুষ্টকে বধ করিবেন। আর ধর্ম্মশীলতা তাঁহার কটিদেশের পটুকা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার কক্ষের পটুকা হইবে।" এখানে, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত জন সেই মশীহ, অভিষিক্ত ব্যাক্তি, তিনি কোন সাধারণ উপায়ে অভিষিক্ত নন। তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত। প্রভুর আত্মা তাঁর উপর বিরাজমান। আর এই মশীহ হবেন সেই জন যেমন আমরা এই অনুচ্ছেদটির শেষের দিকে পড়ি এটি ঠিক হবক্কূক ৩ অধ্যায়ে বর্ণীত মশীহের সমান। তিনি তাঁর লোকেদের শত্রুদের আঘাত করবেন, তিনি দুষ্টদের বধ করবেন। কিন্তু আমরা সেখানে পৌঁছানোর আগে, বিচারের বিষয়ে পৌঁছানোর আগে, আমরা আরও কিছু দেখতে পায়। অভিষিক্ত ব্যক্তি তাঁর লোকেদের উদ্ধার শুধুমাত্র তাদের শত্রুদের ধ্বংস করেই করবেন না, কিন্তু তাদের মধ্যে শান্তি, প্রজ্ঞা এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন করার মাধ্যমেও করবেন। এই মশীহ, তিনি জ্ঞান এবং প্রভুর জন্য ভালবাসা দ্বারা চিহ্নিত। দরিদ্র, নম্র, দুর্বল, এরা সকলে তাঁর দ্বারা অবহিত নয়– কিন্তু তিনি তাদের জন্য। এই অভিষিক্ত ব্যক্তি, তিনি ইস্রায়েলের সন্তানদের উদ্ধার করেন, তিনি তাদের শত্রুদের ধ্বংস করেন এবং তার সাথে তাঁর লোকেরা নিরাপদ। তারা মুক্ত প্রাপ্ত মানুষ এবং ধার্মিকতার সঙ্গে শাসিত, নিপীড়ন থেকে উদ্ধার এবং শান্তিতে শাসিত মানুষ।

এখন আপনি যদি লক্ষ্য করেন, আমাদের অনুচ্ছেদের একেবারে শুরুতে, আমাদের বলা হয়েছিল যে এই মশীহ যিশয়ের গুঁড়ি থেকে নির্গত। এখন অবশ্য যিশয় দাউদের পিতা। এটি একজন দাউদ বংশীয় মশীহ, দাউদের বংশ থেকে আগত একজন মশীহ যাকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। আর আমরা এই দাউদ বংশীয় মশীহকে মিকা ৫ অধ্যায় ২ পদে আবারও খুঁজে পাই। সেখানে, তাঁর দাস, মীখার মাধ্যমে, প্রভু ঘোষণা করেন: "আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্ত্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি।" বেথলেহেমে, এমন একজনের জন্ম হবে যিনি ইস্রায়েলে রাজত্ব করবেন– দাউদের সেই মহান পুত্র। দাউদের বংশধর, এইব্যাক্তি এমন একজন যিনি আসবেন এবং ঈশ্বরের লোকেদের উপর রাজত্ব করবেন।

এখন এখানে, আমরা মথি ২ অধ্যায় ২ পদে যা পাই তা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে, পূর্বদেশ থেকে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমরা দেখি, যারা ইস্রায়েল থেকে অনেক দূরে, যারা ইহুদি নন। তারা আকাশে একটি তারা দেখেছেন। তাঁরা জানেন যে এই তারার অর্থ হল ইহুদিদের রাজার জন্ম হয়েছে এবং তাঁর সেই তারার দ্বারা, নবজাতক রাজাকে খুঁজে পেতে দীর্ঘ, দীর্ঘ সময় ধরে ভ্রমণ করেছেন। এখন এখানে, তাঁরা জেরুজালেমে পৌঁছেছেন, তাঁরা রাজা হেরোদকে জিজ্ঞাসা করেন যে ইহুদিদের রাজা কোথায়, সেই দাউদ বংশীয় রাজা, প্রতিশ্রুত মশীহ কোথায়, বা অন্য কথায় তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন। আর হেরোদ তার প্রধান যাজক এবং তার লেখকদের কাছে যান, তিনি তার ধর্মীয় নেতাদের কাছে যান এবং মথি ২ অধ্যায় ৪ পদ অনুসারে, তিনি তাদের কাছে দাবি করেছিলেন খ্রীষ্টের জন্ম কোথায় হওয়া উচিত। তৎপরে ৫-৬ পদে ক্রমাগত বলা হয়, 'তাঁরা উত্তর দিলেন, "যিহূদিয়ার বেথলেহেমে," কারণ ভাববাদী এরকম লিখেছেন: "কিন্তু তুমি, যিহূদা দেশের বেথলেহেম, যিহূদার শাসকদের মধ্যে তুমি কোনো অংশে ক্ষুদ্র নও; কারণ তোমার মধ্য থেকেই আসবেন এক শাসক, যিনি হবেন আমার প্রজা ইস্রায়েলের পালক।"' এই একটি আতঙ্কিত দৃশ্যে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন মশীহের প্রত্যাশার এই সমস্ত উপাদানগুলির একত্রিত হওয়া। আপনার কাছে দাউদের প্রতিশ্রুত বংশধর রয়েছে, ইহুদিদের রাজা, যাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ২ পদে উল্লেখ করেছেন, যখন হেরোদ এই দাউদের বংশধরের উল্লেখ শুনেছেন এবং তিনি তার লেখক এবং পুরোহিতদের কাছে সেই দাউদের বংশের ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন, তিনি এটিকে কী বলেন? সেই খ্রীষ্ট-মশীহ। সঙ্গে সঙ্গে, শাস্ত্রবিদ এবং পুরোহিতরা জানেন যে এই ব্যাক্তি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা তাদের বাইবেল পড়েছে, তারা বলতে পারেন– তারা জানে যে তিনি বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন। তারা সেই প্রসঙ্গে মীখা ৫ অধ্যায় ২ পদ উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং, দাউদের বংশধর, মশীহ, যিনি ঈশ্বরের মাধ্যমে শাসন করবেন এবং তাঁর লোকেদের যত্ন নেবেন, সবই একই ব্যক্তি। তারা সকলেই একই ব্যাক্তির কথা বলে– মশীহ, খ্রীষ্ট, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে সমস্ত অত্যাচার থেকে উদ্ধার করবেন এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি তাদের মধ্যে ধার্মিকতায় শাসন

করবেন।

তারপর, ইস্রায়েলের সীমানার বাইরে কৈসরিয়া ফিলিপীতে, পিতর যীশুকে বলেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট।" এখন, আমরা নিশ্চিতভাবে এটি জানি না– আমরা কেউই সেখানে ছিলাম না। কিন্তু আপনি কল্পনা করতে পারেন, পিতরের কথাগুলো নিশ্চয়ই বাতাসে ভেসে যাচ্ছিল এবং অন্য সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল: "আপনি সেই খ্রীষ্ট।" ঈশ্বরের লোকেদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম, সবাই এই প্রতিশ্রুত উদ্ধারকর্তার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তারপরে তিনি এসেছিলেন, আর তিনি পিতরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন– যীশু, সেই খ্রীষ্ট। প্রথম পিতর ১ অধ্যায় ১২ পদ আমাদের বলে যে এই জিনিসগুলি এতই বিস্ময়কর যে স্বর্গের স্বর্গদূতেরা তা দেখতে চায়। যীশু সেই খ্রীষ্ট।

সর্বদা, একটি প্রশ্ন থাকে: আপনি কাকে সেই যীশু বলেন? আমরা কিছু উত্তর দেখতে শুরু করেছি। আমরা আমাদের বাকি সময় একসাথে কাটাব যাতে আরও পূর্ণাঙ্গভাবে উত্তর পাওয়া যায়– এই প্রশ্নের উত্তর যা আমাদের সমস্ত দিনের পরিশ্রমকে বিরাম চিহ্ন দেবে এবং এটি শেষের সেই মহান দিনেও আমাদের সামনে থাকবে। আমরা এখন পর্যন্ত যা দেখেছি তাতে আমরা অন্তত তিনটি জিনিস দেখেছি।

প্রথমত, আমরা যখন যীশু কে, তা বোঝার চেষ্টা করি,তখন আমরা শুধুমাত্র নতুন নিয়মের বাস্তবতা নিয়ে কাজ করছি না। সমস্ত পুরাতন নিয়ম যীশুর কথা বলে। এর মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রস্তুত করছিলেন, যাতে, নিখুঁত মুহূর্তে, যখন যীশু, মশীহ আসেন, তখন তারা এর জন্য প্রস্তুত থাকে। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে নিখুঁত সময়ে, তিনি এমন একজনকে পাঠাবেন যিনি শয়তানের মাথা চূর্ণ করবেন, যিনি তাঁর লোকেদের আত্মার শত্রুকে ধ্বংস করবেন। সেই প্রতিশ্রুতিতে, ঈশ্বর যীশুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর পুরাতন নিয়ম বাকি সবই সেই প্রতিশ্রুত মশীহের মহিমাকে প্রকাশ করে। লুক ২৪:২৭ পদে শাস্ত্র আমাদের বলে যে পুরাতন নিয়মের সমস্তটাই যীশু সম্পর্কে প্রকাশ করে। এটি তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করে, এটি তাঁকে নির্দেশ করে, এটি খুঁজে বের করে যে তিনি তাঁর লোকদের হৃদয়ে কী স্থান নিয়ে থাকবেন। যখন আমরা খ্রীষ্টের অধ্যয়নের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যায়,আমরা প্রায়শই পুরাতন নিয়মের দিকে ফিরবো,কারণ যীশু সেখানে আছেন এবং এটি তাঁর সম্পর্কে কথা বলে।

আপনি এখানে আছেন এবং আপনি এই বক্তৃতাগুলি শুনছেন, কারণ আপনি সত্য জানতে চান এবং এটি এক দুর্দান্ত ও প্রশংসনীয় বিষয়। সত্য জানতে চাওয়ার অর্থ হল আপনি একটি ভাল জিনিস বাঞ্ছা করছেন। কিন্তু বাইবেলের ধর্মের একেবারে কেন্দ্রে, কোনো পরম সত্য নেই, কিন্তু রয়েছেন একজন ব্যক্তি সেই প্রভু যীশু। আমরা যদি তাঁকে দেখতে এবং চিনতে পারতাম, তবে আমাদের কাছে অন্য সব কিছু থাকবে। যীশু মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশনের কেন্দ্রে রয়েছেন। যীশু বাইবেলের কেন্দ্রে আছেন। আর তাই, আমরা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্যে বিচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টকে বিবেচনা করবো।

এখন আমরা যে দ্বিতীয় জিনিসটি দেখেছি তা হল আমরা যখন খ্রীষ্টের বিষয়ে বিবেচনা করি,তখন আমরা একজন অসীম মহিমান্বিত ব্যক্তির বিষয়ে বিবেচনা করি। আমাদের বলা হয়েছে, যিশাইয় ৫৩:২ পদে, যীশু সম্পর্কে দৃশ্যমানভাবে আলাদা কিছু ছিল না। যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁকে অন্য যে কোনও শিশুর মতোই দেখায়। আপনি গ্যালিলের ধুলোময় রাস্তা ধরে চললে তাঁকেও অন্য যে কোনও ব্যক্তির মতো উপস্থিত দেখবেন। প্রকৃতপক্ষে যোহন ৬:৪২; মথি ১৩:৫৫-৫৬-এর মত স্থানগুলিতে, যারা যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তাদের বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়েছিল যে তিনি তাদের নিজ নগরের অন্য যেকোনো ব্যক্তির থেকে আলাদা ছিলেন। কিন্তু যীশু ছিলেন মহিমান্বিত, জীবন্ত ঈশ্বর, যিনি দেহে অবতীর্ণ হন। যিশাইয় ৬:১-৪ পদে, ভাববাদী যিশাইয় একটি দর্শন দেখেন। আর তিনি প্রভুকে তাঁর সিংহাসনে বসে থাকতে দেখেন। আমাদের বলা হয়েছে যে প্রভু উচ্চ এবং উন্নত। তাঁর মহিমা স্বর্গীয় মন্দির পূর্ণ করেছে। তাঁর মহিমা এতটাই অপ্রতিরোধ্য যে স্বর্গীয় মন্দিরের স্তম্ভগুলি কেঁপে ওঠে– তাঁর মহিমার ভারে প্রায় ভেঙে পড়ে। আর তিনি স্বর্গদূতদের দ্বারা বেষ্টিত– ছয়টি ডানাধারী স্বর্গদূত দ্বারা। দুটি ডানা দিয়ে, স্বর্গদূতরা তাদের পা ঢেকে রাখে; দুই ডানা দিয়ে তারা উড়ে যায়; আর দুটি ডানা দিয়ে তারা তাদের চোখ ঢেকে রাখে– লক্ষ্য করুন তারা তাদের চোখ ঢেকে রাখে। তারা তাদের চোখ ঢেকে রাখে, কারণ এই ঈশ্বরের পবিত্রতা এতই বিশুদ্ধ, এতই পরিচ্ছন্ন যে

তারা তাঁর দিকে তাকাতেও পারে না– তিনি অত্যন্ত পবিত্র। আর স্বর্গদূতদের একজন, চিৎকার করেন: "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু: সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পূর্ণ।" যিশাইয় ভাববাদী যিনি এটি দেখছেন, তিনি পিছিয়ে পড়েন। তিনি তার অযোগ্যতা দেখেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন যে তিনি বিনষ্ট হবেন। ইনি হলেন মহিমার ঈশ্বর– এক মহিমার ঈশ্বর এত বিশাল যে স্বর্গের স্বর্গও তা ধারণ করতে পারে না এবং স্বর্গদূতরাও তা দেখতে পারে না। যোহন ১২:৪০-৪১-এ যোহন আমাদের বলেন যে এই পবিত্র ব্যক্তি, এই ধরনের অপ্রতিরোধ্য মহিমার একজন, তিনি মাংসে মূর্তিমান হওয়ার পূর্বেই যীশু ছিলেন।

ভাই ও বোনেরা, যখন আমরা যীশু সম্বন্ধে শিখছি,যীশুর কাছাকাছি আসার সাথে সাথে আমরা কেবল অন্য ধর্মীয় নেতার বিষয়ে বিবেচনা করছি না। আমরা এমন একজনের বিষয়ে বিবেচনা করছি না যিনি আমাদের বোঝাপড়ার সাথে সুন্দরভাবে ফিট হন। আমরা স্বর্গ ও পৃথিবীর জীবন্ত ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলছি। আমরা এমন একজনের কথা বলছি যিনি স্বর্গদূতদের দেখার জন্যও অত্যন্ত পবিত্র অথবা আমরা বলতে পারি যে তাঁর পবিত্রতা এতো বেশি যে স্বর্গদূতেরা তাঁর দিকে তাকাতে পারছে না। আমরা এমন একজনের সম্মুখা সম্মুখী হয়েছি যার সামনে একদিন পৃথিবীর সমস্ত শাসক মাথা নত করবে। যখন আমরা তাঁর উপস্থিতিতে আকৃষ্ট হই,তখন আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতার আগুনের সম্মুখে আসি। ইনিই সেই, যাঁর মধ্যে আমাদের সব কিছু আছে। এই তিনিই যিনি ছাড়া আমাদের কিছুই নেই। ভাই ও বোনেরা, আমি চাই আপনারা সত্য জানুন। আমি আপনাকে শিক্ষাতত্ত্ব জানাতে চায়। কিন্তু আমি চাই আপনি যীশুকে জানুন,কারণ তিনিই সবকিছু। তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের উজ্জ্বল মহিমা।

তৃতীয়ত, তিনি কে তার কারণে যীশু খুব নির্দিষ্ট কাজ হাতে নিয়েছেন। কিছু জিনিস আছে যা তিনি করতে এসেছেন। এমন কিছু জিনিস আছে যা তিনি এখনও করছেন। তিনি তার লোকদের মুক্ত করেন। তিনি তাদের পাপ থেকে রক্ষা করেন। তিনি শান্তিতে এই লোকদের উপর শাসন করেন। তিনি দুষ্টদের বিচার করেন। কারণ তিনি যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর একটি মহিমান্বিত কাজ রয়েছে যা তিনি হাতে নিয়েছেন। কারণ তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্ট, সেই কাজটি তাঁর সময়ে নির্দিষ্ট পরিপূর্ণতায় আসবে।

এখন আমাদের খ্রীষ্টতত্ত্ব অধ্যয়ন করার জন্য এই সমস্তই আগামী বক্তৃতাগুলিতে আমাদের উদ্বেগের বিষয় হবে; যীশু কে? তিনি কী করেছেন? তিনি কী করছেন? ভাই ও বোনেরা, এগুলো সহজ বা গুরুত্বহীন প্রশ্ন নয়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর রূপে রয়েছে– সুসমাচার। সুতরাং আসুন আমরা এগুলি উত্তর দিতে শুরু করি। একসাথে, আমরা তা করব– আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব। কিন্তু আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, সারাক্ষণ এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য যা অন্য কেউ উত্তর দিতে পারে না, আমি অবশ্যই উত্তর দিতে পারব না: আপনি কী বলেন, যীশু কে? আপনি যদি তাঁকে সামনের সময়ে দেখতে পান, শুধু ঘটনা সত্যে নয়,শুধু শাস্ত্রের উল্লেখের দৃষ্টিতে নয়, কিন্তু তাঁকে দেখে, আপনি কি থোমার সাথে যোহন ২০:২৮ পদের মতো চিৎকার করবেন, "আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর!" এবং আপনি জীবনকে জানবেন এবং আপনি সেই জীবনকে অন্যদের কাছে পরিচর্যা করতে সক্ষম হবেন। সেরূপেই যেন হয়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ স্তিফ্যান ম্যায়েরস (Ph.D)

মডিউল ৪ – বক্তৃতা ২

খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব (The Divinity of Christ)

মথি ১৬:১৩ পদে, যীশু তাঁর শিষ্যদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন: "মনুষ্যপুত্র কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে?" যেমনটি আমরা আমাদের শেষ সময়ে একসাথে আলোচনা করেছি, এটি সমস্ত বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্ন এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তর খ্রীষ্টীয় সমাজের একেবারে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কাকে যীশু বলি? শাস্ত্র আমাদের সেই প্রশ্নের গভীর, জীবন পরিবর্তনকারী উত্তর দেয়। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে শাস্ত্রে আমরা জানতে পারি যে যীশু সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং তিনি সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণরূপে মানুষ। পরবর্তী তিনটি বক্তৃতায়, আমরা এই শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যকে পরীক্ষা করার জন্য সময় ব্যয় করতে যাচ্ছি।

প্রথমত, কীভাবে শাস্ত্র আমাদের দেখায় যে যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর? এটি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বকে ইঙ্গিত করে। পরবর্তী বিষয় হল কীভাবে শাস্ত্র আমাদের দেখায় যে যীশু সম্পূর্ণ মানুষ? এটি খ্রীষ্টের মনুষ্যত্বকে ইঙ্গিত করে। তারপর, আমরা কীভাবে বুঝতে পারি যে যীশু একই সময়ে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণরূপে মানুষ? এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়গুলি আমাদের যীশু খ্রীষ্টের মহিমা এবং সৌন্দর্যের আভাস দেয়। এই অধিবেশনে একসাথে আমাদের কাটানো সময়ে, আমরা প্রথমে দেখব,পাঁচটি উপায় যেখানে শাস্ত্র যীশুকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর হিসাবে উপস্থাপন করে এবং তারপর আমরা শাস্ত্রের চারটি ভিন্ন অনুচ্ছেদে কিছুটা সময় ব্যয় করব,যেখানে আমরা বিশেষ স্পষ্টতার সঙ্গে দেখতে পাবো যে যীশু সম্পূর্ণ এবং সত্যই ঈশ্বর।

কিন্তু প্রথমে,সেই পাঁচটি উপায় কী যার দ্বারা শাস্ত্র যীশুকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর হিসাবে উপস্থাপন করে। প্রথমত, শাস্ত্র বারবার যীশুর জন্য ঐশ্বরিক নাম ব্যবহার করে। শেষবার,আমরা দেখেছিলাম কীভাবে শাস্ত্র যীশুকে যেহোভা নাম দেয়। আসলে, এটি তাঁর নাম– যীশুর একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে। যদি আপনি মনে রাখেন, মথি ১:২১ পদে স্বর্গদূত, যোষেফকে বলেন যে যীশুর নাম যীশু হতে হবে,যার অর্থ যেহোভা রক্ষা করেন, কারণ তিনি, যীশু, তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন। যীশু হলেন যেহোভা যিনি রক্ষা করেন। যিশাইয় ৪২:৮ পদে, ঈশ্বর বলেছেন যে তিনি এই নামটি, যেহোভা, নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দেবেন না। যেহোভা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যীশু হলেন ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্র যীশুকে ঠিক তাই বলে। যোহন ২০:২৮ পদে যা আমরা শেষবারও উল্লেখ করেছি, থোমা যীশুর কাছে চিৎকার করেছিলেন, "আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর।" একইভাবে রোমীয় ৯:৫ পদে পৌল খ্রীষ্টকে "ঈশ্বর যুগে যুগে ধন্য" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তীত ২:১৩ পদে পৌল "মহান ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট" সম্পর্কে কথা বলেছেন। বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শাস্ত্র অবাধে যীশুকে বোঝাতে ঐশ্বরিক নামগুলি ব্যবহার করে– যে নামগুলি শুধুমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাঁর সম্পর্কে ঐশ্বরিক নাম ব্যবহার করার পাশাপাশি, যীশুও ঐশ্বরিক গুণাবলী প্রদর্শন করেন। যোহন ৪:৫৮ পদে, যীশু বলেছেন, "যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি।" এখন এখানে, যীশু আমাদের বলেন যে তিনি আব্রাহামের আগে বিদ্যমান ছিলেন। যীশুর বক্তব্য হল তিনি মাংসে মুর্তিমান হওয়ার আগেই ছিলেন। যীশু চিরন্তন। ইব্রিয় ১৩:৮ পদে আমরা পড়ি "যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন।" প্রকাশিত বাক্য ১:৮ পদে যীশুর স্বয়ং বর্ণনার পাশাপাশি আমরা যীশুর একটি অতি অনুরূপ বর্ণনা পড়ি। সেখানে যীশু বলেছেন, "আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা,আদি এবং অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিতেছেন, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসিতেছেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্।" যীশু খ্রীষ্ট কেবল সর্বদাই ছিলেন না, তিনি কেবল চিরন্তনই নন, তিনি অপরিবর্তনীয় বা অবিকারী– গুণ, বা বৈশিষ্ট্য, বা গুণাবলী যা শুধুমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই সত্য, এগুলি শাস্ত্র দ্বারা যীশুর জন্য বলা হয়েছে এবং তা সত্য। এটির মানে কী? এর অর্থ হল যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর।

কিন্তু যীশুকে শুধুমাত্র ঐশ্বরিক নাম দেওয়া হয়নি এবং তিনি শুধুমাত্র ঐশ্বরিক গুণাবলী প্রদর্শন করেন না,

কিন্তু যীশু ঐশ্বরিক শক্তিও প্রকাশ করেন। যোহন ৬ অধ্যায়ে যীশু পাঁচ হাজার লোককে মাত্র পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ খাওয়ানোর পর, তাঁর শিষ্যরা একটি নৌকায় চড়ে গালীল সাগর পার হয়ে ক্যাফরনাহূমে গিয়েছিলেন। যীশু নিজে তীরে থেকে গেলেন। কিন্তু তারপর রাতে, শিষ্যরা অপ্রত্যাশিত কিছু দেখতে পেলেন। যোহন ৬:১৯ পদ থেকে শুরু করে, আমরা এটি পড়ি: "এইরূপে দেড় বা দুই ক্রোশ বাহিয়া গেলে পর তাঁহারা যীশুকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আসিতেছেন; ইহাতে তাঁহারা ভয় পাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এ আমি,ভয় করিও না। তখন তাঁহারা তাঁহাকে নৌকাতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; আর তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন, নৌকা তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইল।" এখন এই তিনটি পদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ রয়েছে।

প্রথমত, যীশু নৌকার কাছে আসার সাথে সাথে আতঙ্কিত শিষ্যদের কাছে এসে কী বললেন? পদ ২০-তে, যীশু বলেছেন, "এ আমি।" এটি সনাক্ত করা সবসময় সহজ নয়, কারণ শাস্ত্র মূল ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে যীশু, পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরের জন্য যে সবচেয়ে মূল্যবান নাম ব্যবহার করে নিজেকে তা দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। আমরা এই নামটি আগে দেখেছি, আমরা এটি মাত্র কিছু মুহূর্ত আগে উল্লেখ করেছি। যাত্রাপুস্তক ৩:১৪ পদে, মোশি জ্বলন্ত ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ঈশ্বর জ্বলন্ত ঝোপ থেকে তাঁর সাথে কথা বলছেন এবং ঈশ্বর মোশির জন্য ঘোষণা করেছেন সেই নাম যা তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে ব্যক্তিগত নাম– যা হল যেহোভা। অথবা কখনও কখনও, কিছু লোক এটিকে ইয়াওয়েহ হিসাবে উচ্চারণ করে। কিন্তু এর অর্থ হল, "আমি আছি" বা এমনকি, "আমি যে আছি, সেই আছি।" ঈশ্বর কে? তিনি হলেন সেইজন যিনি অতি সহজে অস্তিত্ববাণ। ঈশ্বর সেই ব্যক্তি যার অস্তিত্বে থাকাকে কোনদিনও বা কোনভাবেই নাকোচ করা যায় না। তিনি শুধু বলতে পারি তিনি আছেন। ঈশ্বরের নাম "আমি আছি"। যোহন ৬:২০ পদে যীশু তাঁর কম্পিত শিষ্যদের কী বললেন? "এই আমি" খুব সরাসরি অনুবাদ করলে,যীশু আসলে যা বলেছেন তা হল, "আমি"। তিনি নিজেকে ইস্রায়েলের পবিত্র, জীবন্ত ঈশ্বর হিসেবে পরিচয় দেন।

কিন্তু সেই শনাক্তকরণ শুধু যীশুর কথার মধ্যেই থেমে থাকে না। অনুচ্ছেদে যীশু কী করছেন লক্ষ্য করুন। তিনি সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁটছেন। ঝড়ের ঢেউ হল তাঁর পথ। আর যখন তিনি (ঝড়ের মধ্যে) শান্ত পরিবেশে নৌকায় পৌঁছান, তখন শিষ্যরা সেই পরিস্থিতি অনুভব করে বা খুঁজে পায় যা তারা চাইছিল। পুরাতন নিয়মের ইয়োবের বইতে, আমরা ঈশ্বরের শক্তি এবং তাঁর মহিমার অনেক গৌরবময় বর্ণনা পাই এবং সেই বর্ণনাগুলির মধ্যে, আমরা ইয়োব ৯:৮ পদে এই শব্দগুলি পাই। ইয়োব এই মুহূর্তে ঈশ্বর,কে তা নিয়ে কথা বলছেন এবং তিনি বলেছেন, যে ঈশ্বর "তিনি একাকী আকাশমণ্ডল বিস্তার করেন,সাগর-তরঙ্গের উপর পদার্পণ করেন।" সাগরের ঢেউয়ে কে পদদলিত করেন? ঈশ্বর করেন। এখানে আমরা পড়ছি যীশু সমুদ্রের উপর হেঁটে আসছেন। অথবা গীতসংহিতা ১০৭ বিবেচনা করুন। ২১ পদ থেকে শুরু করে, গীতসংহিতা ১০৭ সমুদ্রের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণে প্রদর্শিত ঈশ্বরের শক্তির কথা বলে, কীভাবে তিনি সেখানে তাঁর কাজের মাধ্যমে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, কীভাবে তিনি বাতাসকে, ঢেউয়ের উত্থান এবং পতন-কে আদেশ দেন। যারা সমুদ্রে ব্যবসা করে তাদের উপর তিনি কীভাবে সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণে আছেন। আসুন ২৩ পদটি পড়ি, "যাহারা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রযাত্রা করে, মহাজলরাশির মধ্যে ব্যবসা করে, তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য সকল দেখে, গভীর জলে তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দেখে। তিনি আজ্ঞা দ্বারা প্রচণ্ড বায়ু উত্থাপন করেন, তাহা জলের তরঙ্গমালা উঠায়। তাহারা আকাশে উঠে, তাহারা জলধিতলে নামে; বিপাকে পড়িয়া তাহাদের প্রাণ গলিয়া যায়। তাহারা মত্তের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, তাহাদের সমস্ত বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করে, আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে বাহির করেন। তিনি ঝটিকা প্রশমিত করেন; তাহাতে জলরাশির তরঙ্গ সকল নিস্তব্ধ হয়। তখন তাহারা আনন্দ করে, কেননা শান্তি হইল, আর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট পোতাশ্রয়ে লইয়া যান।" গীতসংহিতা ১০৭-এর পদ অনুসারে, ঈশ্বর কী করেন? তিনি সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই যখন তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরা তাঁর কাছে চিৎকার করে, তখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন, তিনি ঢেউগুলিকে শান্ত করেন এবং তিনি তাদের যাচিত আশ্রয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর শিষ্যদের আতঙ্কিত কান্নার মধ্যে, যীশু তাদের কাছে এসেছেন এবং তিনি তাদের উদ্ধার করেছেন আর তারা তাদের যাচিত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, শাস্ত্রে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে যীশুকে ঈশ্বর বলা হয়, বা তাঁকে

ঐশ্বরিক নাম দেওয়া হয়, তাঁকে সেটি বলা হয় যা ঈশ্বরকে বলা হয়। কিন্তু যীশুর ঈশ্বরত্ব যেমন শাস্ত্রে দেখা যায়, তার চেয়ে তা অনেক বেশি সমৃদ্ধ। সমস্ত কাজ যা একমাত্র ঈশ্বরই করেন, যে সমস্ত জিনিসের জন্য তাঁর লোকেরা পুরাতন নিয়মে তাঁর প্রশংসা করেছিল, সমস্ত শক্তিশালী জিনিস যা একমাত্র ঈশ্বর এবং ঈশ্বর করতে পারেন, যীশু সেগুলি করেন। আর পুরাতন নিয়ম যেভাবে বর্ণনা দিয়েছিল ঈশ্বরের কৃত কাজের ঠিক সেভাবেই সেগুলি যীশু করেন। এই একজন, এই যিনি ঝড়ের তরঙ্গকে তাঁর নিজের পথ তৈরি করেন এবং যিনি তাঁর লোকদের শান্তিতে পৌঁছে দেন, তিনিই ঈশ্বর। পুরাতন নিয়ম এটাই বলে এবং যীশু সেটাই করে দেখিয়েছেন।

কিন্তু যীশু শুধুমাত্র তাঁর নিজেস্ব শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে এটি প্রদর্শন করেননি। সেইসঙ্গে যীশু তাঁর ঐশ্বরিক বিশেষাধিকার ব্যবহার করে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রূপে সংযুক্ত ঈশ্বরত্বকে প্রকাশ করেন। যীশু কেবল সেই কাজগুলিই করেন না যা কেবলমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন, কিন্তু অন্তর্নিহিতভাবে, যীশুর সেই কর্তৃত্ব রয়েছে যা কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই আছে। আমরা মথি ৯:১ থেকে ৮ পদে একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ পড়েছি। এখানে, মথি যীশুর কথা উল্লেখ করছেন এবং তিনি লিখেছেন, "পরে তিনি নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন, এবং নিজ নগরে আসিলেন। আর দেখ, কয়েক জন লোক তাঁহার নিকটে একজন পক্ষাঘাতীকে আনিল,সে খাটের উপরে শোয়ান ছিল। যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস, সাহস কর, তোমার পাপ ক্ষমা হইল। আর দেখ, কয়েক জন অধ্যাপক মনে মনে কহিল, এই ব্যক্তি ঈশ্বর– নিন্দা করিতেছে। তখন যীশু তাহাদের চিন্তা বুঝিয়া কহিলেন, তোমরা কেন মনে মনে কুচিন্তা করিতেছ? কারণ, কোনটা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'তুমি উঠিয়া বেড়াও' বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য– তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন– উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও। তখন সে উঠিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া লোকসমূহ ভীত হইল,আর ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গৌরব করিল।"

এখন এখানে, যীশু গালিলের সাগর পাড়ি দিয়েছেন,তিনি তাঁর নিজ শহরে এসেছেন এবং তাঁর এই নাটকীয় কথোপকথন রয়েছে। সেখানে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি, একজন দুর্বল শারীরিক কষ্টে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি এবং তার কিছু বন্ধু, বা তার পরিবারের কেউ– অনুচ্ছেদটি সঠিকভাবে বলে না– তবে কিছু লোক যারা এই লোকটির যত্ন নেয়, তারা তাকে যীশুর কাছে নিয়ে আসে। এই মানুষটা হাঁটতেও পারছে না। যারা তাকে নিয়ে আসে, তাদের নিরাময়ের জন্য তাকে যীশুর কাছে বিছানায় করে নিয়ে যেতে হবে। যীশু এই লোকটিকে দেখেন, এবং ২ পদ আমাদের বলে যে যীশু অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি লোকটি এবং তার বন্ধুদের বিশ্বাস দেখেন এবং তা দেখে যীশু কী করেন? তিনি অবিলম্বে লোকটিকে নিরাময় করেন না। না, যীশু পক্ষাঘাতের মাধ্যমে লোকটির প্রকৃত প্রয়োজন দেখতে পান এবং তিনি লোকটিকে বলেন যে তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। যীশু লোকটির পাপ ক্ষমা করেন। এই দেখে অধ্যাপন, ইহুদি ধর্মীয় নেতারা কলঙ্ক রচনা করতে থাকে। একমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করতে পারেন। আমাদের সমস্ত পাপ– ঈশ্বরের বিরুদ্ধের পাপ। গীতসংহিতা ৫১:৪ পদ এটিকে স্পষ্ট করে তোলে। আর তাই একমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যেমন ঈশ্বর নিজেই বলেছেন, যিশাইয় ৪৩:২৫ পদে, "আমি, আমিই আমার নিজের অনুরোধে তোমার অধর্ম সকল মার্জনা করি, তোমার পাপ সকল মনে রাখিব না।" একমাত্র ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তাই যখন যীশু বলেন যে তিনি এই লোকটির পাপ ক্ষমা করেছেন,তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছেন। তিনি দাবি করছেন যে তিনি সেই কাজ করার কর্তৃত্ব রাখেন যা কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই আছে।মথি ৯ অধ্যায়ে যীশু জানেন যে এটি শাস্ত্রবিদদের অসন্তুষ্ট করেছে। পদ ৪-এ তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন কেন তারা অসন্তুষ্ট। তারপর ৫ পদে, যীশু খুব স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ করেন। এটা বলা সহজ যে একজন ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। এটা বলা সহজ কারণ মানুষ এটি পরীক্ষা করতে পারে এমন কোন বাস্তব উপায় নেই। যীশু যখন বলেন যে সেই লোকের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, তখন এমন কিছুই নেই যা অধ্যাপকেরা যীশুকে ভুল প্রমাণ করতে নির্দেশ করতে পারে। এক খোঁড়া লোকটিকে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে বলাটা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়– এই লোকটিকে, যাকে যীশুর উপস্থিতিতে নিয়ে আসতে হয়েছিল, উঠে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে বলা; এটা কঠিন। কারণ যীশু যদি এই লোকটিকে হাঁটতে বলেন এবং লোকটি হাঁটতে না পারে, তবে এটা যে কারোর কাছে এমনকি সবার কাছে স্পষ্ট হবে যে তাকে সুস্থ করার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব যীশুর নেই। তখন অধ্যাপকেরা একটা মজবুত কারণ পাবে বলার জন্য যে যীশু ভুল করেছেন। এইভাবে, খোঁড়া মানুষকে হাঁটতে বলা তার পাপ ক্ষমা করা বলার চেয়ে কঠিন, কারণ মানুষ হাঁটার আদেশ পরীক্ষা করতে পারে। তাই যীশু ৬ পদে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির দিকে ফিরে যান এবং তিনি তাকে উঠে

দাঁড়াতে বলেন, তাকে যে বিছানায় বহন করা হয়েছিল সেটি নিতে এবং তার বাড়িতে যেতে বলেন। আর লোকটা তাই করে। সে উঠে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ আগে যে বিছানাটির তাকে বহন করার প্রয়োজন ছিল, সে তা তুলে নেয় এবং সে তার বাড়িতে চলে যায়। খোঁড়া লোকটি তার বাড়ির দিকে হেঁটে যায়। সেই হেঁটে যাওয়া মানুষটিকে দেখে সেখানে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে যীশুর মানুষটিকে সুস্থ করার ক্ষমতা ছিল না। যীশু এটি ৬ পদে বলেছেন, তারা কি তখন অস্বীকার করতে পারে যে যীশুর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে। যে কাজটি একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন– পাপ ক্ষমা করা– যীশু তা করতে পারেন। খোঁড়া ব্যাক্তিটি হাঁটছে এটি তা প্রমাণ করে, যীশু পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যীশু ঐশ্বরিক বিশেষাধিকার প্রয়োগ করেন, কারণ যীশু হলেন ঈশ্বর। তিনি ঐশ্বরিক ব্যক্তি।

প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু তিনি ঐশ্বরিক, আমরা শাস্ত্রে পাই যে যীশু উপাসনা গ্রহণ করছেন। ঐশ্বরিক উপাসনার এই প্রাপ্তি নিজেই যীশুর ঈশ্বরত্বের আরও একটি প্রমাণ। শাস্ত্রে, অবশ্যই, এটা স্পষ্ট যে উপাসনা একমাত্র ঈশ্বরের জন্য। যেমন আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ১০:২০ পদে পড়ি "তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিবে; তাঁহারই সেবা করিবে, তাঁহাতেই আসক্ত থাকিবে, ও তাঁহারই নামে দিব্য করিবে।" অথবা যীশু যেমন লুক ৪:৮ পদে বলেছেন: "যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, লেখা আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।"" প্রেরিত ১৪ অধ্যায়ে পৌল এবং বার্ণবা লুস্ত্রায় পরিচর্যা করছিলেন এবং যখন পৌল সেখানে একজন মানুষকে সুস্থ করেছিলেন, তখন লুস্ত্রার লোকেরা পৌল এবং বার্ণবা-কে উপাসনা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পৌল এবং বার্ণবা তাদের থামিয়ে দিয়েছিল;তারা বলেছিল যে তারা তাদের মতোই মানুষ মাত্র, তারা ঈশ্বর নয় এবং তাই পৌল এবং বার্ণবা-কে উপাসনা করা তাদের উচিত নয়।

একইভাবে, প্রকাশিত বাক্যে, ২২ অধ্যায়ের ৮ পদে, প্রেরিত যোহন, নতুন জেরুজালেমের বিস্ময় এবং সৌন্দর্য দেখে, সেই স্বর্গদূতের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন যিনি তাকে এই সমস্ত জিনিস দেখিয়েছিলেন, সেই স্বর্গদূতের উপাসনা করতে। আর স্বর্গদূত তাঁকে কি বলে? সেটি আমরা ২২:৯ পদে দেখি, স্বর্গদূত বলেছেন, "দেখিও, এমন কর্ম করিও না...ঈশ্বরেরই ভজনা করো।" একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করতে হয়। আমরা প্রকাশিত বাক্যে একটু আগে কী খুঁজে পেয়েছি? অন্যান্য অংশের মধ্যে, প্রকাশিত বাক্য ৫:১৩-এ আমরা পড়ি "যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সমাদর ও গৌরব ও কর্ত্তিত্ব যুগপর্জ্যায়ের যুগে যুগে বর্ত্তুক।" সমস্ত সৃষ্টি মেষশাবকের উপাসনা করছে– তারা যীশুর উপাসনা করছে। যীশু উপাসনা গ্রহণ করেন যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের এবং তিনি এই আরাধনা গ্রহণ করেন কেননা তিনিই ঈশ্বর।" তিনি ঐশ্বরিক। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর হয়ে, যীশু আরাধনা এবং ঐশ্বরিক উপাসনা গ্রহণ করেন। এই সব জিনিস শাস্ত্র জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত যীশুর ঐশ্বরিকতার স্পষ্ট প্রমাণ। তাঁর ঐশ্বরিক নাম আছে, তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলী রয়েছে, তাঁর আছে ঐশ্বরিক ক্ষমতা; তিনি ঐশ্বরিক বিশেষাধিকার অনুশীলন করেন ইত্যাদি। তিনি ঈশ্বরের আরাধনাও পান। যীশু হলেন ঈশ্বর। এটি সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে রয়েছে।

কিন্তু যে সময় অবশিষ্ট আছে, তা নিয়ে আমরা শাস্ত্রের চারটি নির্দিষ্ট স্থান দেখবো। যেখানে আমরা বিশেষ স্পষ্টতা এবং শক্তির সাথে যীশুর সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব দেখতে পাই। প্রথম স্থান, যা সত্যিই একটি স্থান যেখানে আমরা যীশুর ঈশ্বরত্বকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এবং শাস্ত্রের সবচেয়ে ক্রিয়াশীল রূপে দেখতে পাই, তা হল যোহনের সুসমাচারের শুরুর পদগুলিতে। যোহন ১:১-৪ পদে আমরা এটি পড়ি: "আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাঁহার কিছুই তাহা ব্যাতিরেকে হয় নাই। তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল।"

এই পদগুলিতে, যোহন এই চিত্রের কথা বলেছেন– বাক্য। কে বা কী এই "বাক্য"? এটি একটু পরেই ১৪ পদে স্পষ্ট হয়ে যায়। যোহন ১:১৪-তে, আমরা পড়ি: "এবং সেই বাক্য মাংসে মুর্তিমান হইলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন।" সেই বাক্যই মাংস হয়ে গেলেন। সেই বাক্যটি হলেন যীশু, যেমন যোহন ১৭ পদে তাঁর নাম রেখেছেন। সুতরাং যোহন যখন এই শুরুর পদগুলিতে বাক্যটিকে উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি যীশুকে উল্লেখ করছেন।

এখন যোহন এই পদগুলিতে যীশু সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু আমি চাই যে আমরা তাদের মধ্যে মাত্র দুটি বিষয় লক্ষ্য করি। প্রথমত,যোহন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যীশুই ঈশ্বর, ১ পদ; "আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।" বাক্যটি হলেন ঈশ্বর। এখন অবশ্যই, যোহন

আরও বলেছেন যে বাক্যটি ঈশ্বরের সাথে ছিলেন। সেখানে, যোহন আমাদের ত্রিত্ব ঈশ্বরের শিক্ষার একটি আভাস দিচ্ছেন, কিন্তু এটি একটি ভিন্ন বক্তৃতার উপস্থাপনা করার একটি বিষয়। শুধু যীশুর দিকে তাকিয়ে, শুধু বাক্যের দিকে তাকিয়ে, যোহন সরাসরি ও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি ঈশ্বর– তিনি ঐশ্বরিক।

কিন্তু যোহন আমাদের আরও কিছু বলছেন। লক্ষ্য করুন কীভাবে প্রথম পদটি শুরু হয়: "আদিতে"। এই শব্দগুলো হয়তো আপনার কাছে পরিচিত মনে হতে পারে। আদিপুস্তক ১:১ পদ, সমগ্র বাইবেলের প্রথম পদটি ঠিক এভাবেই শুরু হয়। আদিপুস্তক ১:১ বলে, "আদিতে, ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" তখন যোহন ঠিক একই শব্দ দিয়ে তাঁর সুসমাচার শুরু করেন, "আদিতে," তিনি আমাদের মনের মধ্যে আদিপুস্তক ১:১ পদ আনতে চান। আদিতে, সৃষ্টির আগে, যখন একমাত্র অস্তিত্ব ছিল ঈশ্বরের, বাক্য ছিল এবং তিনি ছিলেন ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে, যোহন ৩ পদে আমাদের বলা হয়েছে, এটি এই বাক্য ছিল,এটি পুত্র যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি সমস্ত কিছু তৈরি করেছিলেন। তাই এই পদগুলিতে, যোহন এটা স্পষ্ট করে তুলেছেন যে যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর। তিনি সরাসরি তাঁকে ঈশ্বর বলেন এবং তিনি আমাদের বলেন যে যখন শুধুমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল এবং তারপর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা শুরু হয়েছিল,বাক্যটিই সেই সৃষ্টি করেছিল। বাক্য ঈশ্বর– যীশু ঈশ্বর।

এই একই মহিমান্বিত সত্য আমাদের কাছে কলসীয় ১-এ জানানো হয়েছে, তাই আমরা সেই অংশটিও দেখব। কলসীয় ১:১৫-২০ পদে, পৌল যীশুর কথা বলছেন এবং তিনি লিখেছেন, "ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে। আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ব্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন। কারণ [ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে এবং তাঁহার ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া, তাঁহার দ্বারা যেন আপনার সহিত কি স্বর্গস্থিত, কি মর্ত্ত্যস্থিত, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁহার দ্বারাই করেন।"

এই পদগুলি যীশুর মহিমা এবং ঈশ্বরের পুত্রের ঈশ্বরত্বে অথবা ঐশ্বরিকতায় পরিপূর্ণ। ১৫ পদে, পৌল আমাদের এই বলে শুরু করেছেন যে যীশু হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। যীশুতে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই যিনি অদৃশ্য। ঈশ্বর যাকে পুরাতন নিয়মে কেউ দেখতে পায়নি, যীশুর মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। আপনি যখন যীশুর দিকে তাকান, তখন আপনি অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখতে পান।

পৌল তখন পুত্রকে "সকল সৃষ্টির প্রথমজাত" বলে উল্লেখ করেন। এখন, এই বিবৃতি মাঝে মাঝে ভুল বোঝা হয়। পৌল এখানে বলছেন না যে যীশু হলেন প্রথম সৃষ্টি, বা প্রথম জিনিস যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। না, "প্রথমজাত" ধারণাটি ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত। যীশু "প্রত্যেক সৃষ্টির প্রথমজাত" হওয়ার অর্থ হল সমস্ত সৃষ্টির উপর যীশুর অতুলনীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৬ পদে পৌল আমাদের বলেন কেন এটি হল– কেন যীশুর সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব রয়েছে? কারণ ১৬ পদ অনুসারে; "সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে,দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে।" যীশুর সমস্ত সৃষ্টির উপর অতুলনীয় কর্তৃত্ব রয়েছে, কারণ তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে– সৃষ্টি করেছেন। পৌল এখানে ১৬ পদে স্পষ্ট করতে যে পুত্র সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতি জোরালো। স্বয়ং ঈশ্বরের বাইরে, এমন কিছু নেই যা পুত্রের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। তাই, তাঁর উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। আপনি যদি ১৫ পদের দিকে ফিরে চিন্তা করেন, যেমন আমি উল্লেখ করেছি, পৌলের বিবৃতি যে যীশু "প্রত্যেক সৃষ্টির প্রথমজাত", কখনও কখনও এই অর্থে বিভ্রান্ত হয়ে যায় যে যীশুই প্রথম সৃষ্টি। পৌল এখানে ১৬ পদে যা বলেছেন তা অতি সহজে বাস্তব হতে পারে না। যদি যীশু একজন সৃষ্টি হতেন, তাহলে পৌল ১৬ পদে বলতে পারতেন না যে যীশু ঈশ্বরের বাইরে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন,কারণ তিনি নিজেই এমন একটি প্রাণী হবেন যা তিনি সৃষ্টি করেননি। স্বয়ং ঈশ্বরের বাইরে, সমস্ত কিছু, পুত্র সৃষ্টি করেছেন। আবার, আমরা দেখতে পাই যে পুত্র হলেন ঈশ্বর এবং তিনি সেই কাজগুলি করছেন যা ঈশ্বর করেন।

পৌল সেখানেই থামেননি, অবশ্যই, তিনি ১৭ পদে বলে যান যে "তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু নির্মিত হয়।" পুত্র কেবল সমস্ত জিনিসই সৃষ্টি করেননি, তিনি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জিনিসকে একত্রিত করেন। পুত্র যদি কোনভাবে তাঁর হাত প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে সমস্ত বাস্তবতা বাষ্প হয়ে যাবে। এটি অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। সমস্ত সৃষ্ট বাস্তবতা

শুধুমাত্র পুত্র দ্বারা সৃষ্ট নয়,তবে এগুলিকে পুত্রই ধরে রেখেছেন। এটি এক ঈশ্বর।

পৌল আমাদের একই জিনিস আরও সংক্ষেপে বলেছেন, ফিলিপীয় ২:৫ এবং ৬ পদে। ফিলিপীয় ২:৫ এবং ৬ পদে শাস্ত্রের একটি বৃহত্তর এবং অতি পরিচিত অনুচ্ছেদের অংশ, আর আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় সেই অনুচ্ছেদে ফিরে যাব। কিন্তু আমরা আপাতত শুধু এই দুটি পদের উপর লক্ষ্য করতে চাই। ফিলিপীয় ২:৫-৬-এ, আমরা পড়ি; "খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল তাহা তোমাদিগেতেও হউক। ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না।" প্রেরিত পৌল, যিনি ফিলিপীয়দের বই লিখেছেন, সেখানে যীশু সম্পর্কে আমাদের কী বলেন? তিনি আমাদের বলেন যে যীশু "ঈশ্বরের স্বরূপে" ছিলেন। এটি বলা অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু পৌল যা বলছেন তা হল যীশু হলেন ঈশ্বর। যা কিছু ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে চিহ্নিত করে, যীশু তাই। তিনি ঈশ্বরের স্বরূপে আছেন। তিনিই ঈশ্বর। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এর অর্থ হল, পৌল যেমন ৬ পদের দ্বিতীয়ার্ধে বলেছেন, যীশুর জন্য, ঈশ্বরের সাথে সমতা থাকা সত্ত্বেও তা আঁকড়ে ধরে রাখেননি। যখন আমরা যীশুকে ঈশ্বর ভেবে কথা বলি, তখন আমরা ঈশ্বরের মহিমা বা মহিমাকে একেবারেই হ্রাস করছি না। তিনি ঈশ্বরের সাথে সম্পূর্ণ সমান। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঈশ্বর। আমি যেমন বলেছিলাম; আমরা পুনঃরাই ফিলিপীয় ২-তে ফিরে আসব।

তাই সময়ের স্বার্থে, শাস্ত্রের একটি চূড়ান্ত অনুচ্ছেদ দেখার জন্য আমাদের দ্রুত অগ্রসর হওয়া দরকার, আর সেই অনুচ্ছেদটি হল ইব্রিয় ১:১-৩ পদ। সেই পদগুলিতে, আমরা এটি পড়ি; "অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বহুবার বিভিন্নভাবে কথা বলেছেন, কিন্তু এই শেষ যুগে, তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমেই আমাদের কাছে কথা বলেছেন, যাকে তিনি সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন এবং যার মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সেই পুত্রই ঈশ্বরের মহিমার বিচ্ছুরণ এবং তাঁর সত্তার যথার্থ প্রতিরূপ, যিনি তাঁর তেজোদৃপ্ত বাক্যের দ্বারা সবকিছুই ধারণ করে আছেন। সব পাপ ক্ষমা করার কাজ সম্পন্ন করার পর, তিনি স্বর্গে ঐশ-মহিমার ডানদিকে উপবেশন করেছেন।"

এখন এখানে অনেক জটিলতা রয়েছে যা আমরা আরও সময় পেলে অন্বেষণ করতে পারতাম। কিন্তু নুন্যতমভাবে,আমরা এখানে দেখতে পাই যে যীশু, ঈশ্বর পুত্র, তিনি ঈশ্বরের মহিমার উজ্জ্বলতা। ঈশ্বর যা তিনি তার প্রতিমূর্তি। আমরা যখন যীশুকে বিবেচনা করি, যখন আমরা যীশুর কথাগুলি পড়ি, তখন আমরা একটিকে বিবেচনা করছি না বা এমন একজনের কথা পড়ছি না যিনি অত্যন্ত উচ্চমানের, বা যিনি ঈশ্বরের পাশে আছেন। যখন আমরা যীশুকে বিবেচনা করি, তখন আমরা স্বয়ং ঈশ্বর কে বিবেচনা করি– যিনি সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদা জীবিত ঈশ্বর হবেন। আমরা যখন যীশুর বাক্য পড়ি, তখন আমরা এমন একজনের বাণী পড়ি যিনি সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদা জীবিত ঈশ্বর হয়ে থাকবেন।

আমাদের এই অধিবেশনে, আমরা বেশ কিছু জিনিস দেখেছি। আমরা দেখেছি যেভাবে যীশুর সাথে শাস্ত্রে আচরণ করা হয়, তাঁকে ঐশ্বরিক নাম, ঐশ্বরিক উপাসনা এবং বাকি সব দেওয়া হয়। আমরা নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি দেখেছি যা আমাদেরকে যীশুর মহিমার বাইরের প্রান্ত দেখায়। এই সকলকে একত্রিত করুন এবং তারপর যিশাইয় ৪২:৮ পদ স্মরণ করুন, যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, "আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না।" স্বর্গ ও পৃথিবীর জীবন্ত ঈশ্বর অন্যকে তাঁর মহিমা দেবেন না। যাঁরা দাবি করতে চান, তাঁদেরই তিনি আঘাত করেন। আর তারপর আমরা যীশুকে জীবন্ত ঈশ্বরের মহিমা গ্রহণ করতে দেখি। আমাদের তাঁর সামনে পড়ে গিয়ে থোমার মত চিৎকার করা ছাড়া আর কী করণীয় আছে, যেমন থোমা যোহন ২০:২৮ এক করেছিলেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার।" যীশুতে, আমাদের জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক আছে, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন এবং যিনি আসবেন। তিনি হলেন ঈশ্বর এবং তিনি আমাদের উপাসনা এবং আমাদের জীবনের যোগ্য।

আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে, আমরা দেখব কীভাবে এই যীশু, যিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং তিনিই সম্পূর্ণ মানুষ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ স্তিফ্যান ম্যায়েরস (Ph.D)

মডিউল ৪ – বক্তৃতা ৩

খ্রীষ্টের মনুষ্যত্ব (The humanity of Christ)

একসাথে আমাদের সময়ে, আমরা এই মহান প্রশ্নটি বিবেচনা করে আসছি, জীবনের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যা হল তোমরা কী বল, যীশু কে? আমরা যদি শাস্ত্রকে আমাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে আমরা বলি যীশু কে? আমাদের শেষ অধিবেশনে, আমরা সমালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখেছিলাম; যীশু হলেন ঈশ্বর। যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর, সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক। তাই আমরা যদি প্রশ্ন করি, আপনি কী বলেন যীশু কে? উত্তরের একটি সমালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে হবে যে যীশু ঈশ্বর। কিন্তু আরও উত্তর আছে। হ্যাঁ, যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর, কিন্তু তিনি অন্য কিছু। ১ তিমথি ২:৫ পদে প্রেরিত পৌল আমাদের বলেন যে আমরা "মানুষ খ্রীষ্ট যীশু" দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি। আবার, রোমীয় ৫:১৫ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আসে "এক ব্যক্তি, যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা।" খ্রীষ্টধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে এই সত্য রয়েছে যে যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর; কিন্তু এতে সমানভাবে কেন্দ্রীয় বিষয় এটিও যে যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণরূপে মানুষ, সেই বাক্য মাংসে পরিণত হয়েছিল, যেমন যোহন ১:১৪ পদ আমাদের বলে। এটিকেই আমরা খ্রীষ্টের মানবতা হিসাবে উল্লেখ করি। খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ মানুষ। তিনি পুরোপুরি একজন মানুষ। তিনি আপনি বা আমি যতটা মানুষ– তিনি ততটাই মানুষ, প্রকৃত পক্ষে তিনি আমাদের চেয়েও আর বেশি মানুষ; আপনার এবং আমার চেয়েও বেশি নিখুঁত মানুষ। আমরা এখন সেদিকেই আসব।

আমরা যখন যীশুর ঐশ্বরিকতার দিকে তাকাই, তখন আমরা শাস্ত্রে অনেক স্থানে দেখেছি, যেখানে যীশুকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে বা বলা হয়েছে। যখন আমরা খ্রীষ্টের মানবতা বিবেচনা করতে আসি, তখন আমরা একই পরিস্থিতি দেখতে পাই। শাস্ত্রে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে আমরা স্পষ্টরূপে যীশুর মানবতার মুখোমুখি হয়েছি, অনিবার্যভাবে এই মর্মান্তিক সত্যের মুখোমুখি হয়েছি যে যীশু সম্পূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে মানুষ। প্রায়শই, আপনি লোকেদের কাছে থেকে "দেহধারীর" উল্লেখ শুনতে পেয়েছেন। এই শব্দটি এই সত্যকে বোঝায় যে, যীশু দেহে এসেছিলেন, তাঁর মানবতায় নিখুঁতরূপে। কার্নে ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে "দেহে।" যীশু দেহে এসেছিলেন। তিনি মানব প্রকৃতির পূর্ণতা নিজের মধ্যে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলেন। অন্য কথায়, যীশু হলেন সম্পূর্ণরূপে একজন মানুষ।

সম্ভবত তিনি যে সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন তার সবচেয়ে প্রাথমিক প্রমাণ হল যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা গালাতীয় ৪:৪ পদে পড়ি, যীশু "স্ত্রীজাত" বা "একজন মহিলার থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" মথি এবং লূকের সুসমাচারে উভয়ই এই জন্ম সম্পর্কে বলার মাধ্যমে শুরু হয়। লূক ১:২৬-৩৫ পর্যন্ত, গ্যাব্রিয়েল স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি একজন কুমারী ছিলেন এবং তাকে ৩১ পদে বলেছিলেন," তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে।" মরিয়ম অবশ্য এতে হতবাক হয়েছেন। একজন কুমারী হিসাবে, তার গর্ভবতী হওয়া উচিত নয়, তাই মরিয়ম জিজ্ঞাসা করেন এটি কীভাবে সম্ভব হবে এবং গ্যাব্রিয়েল তাকে ৩৫ পদে বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।" এখন এখানে, আমরা একটি রহস্যের সম্মুখীন হয়। আমরা সত্যিই এক অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হয়। পুরাতন নিয়মের যিশাইয় ৭:১৪ পদে ঈশ্বর যিশাইয়ের মাধ্যমে আদেশ দিয়েছিলেন যে একজন কুমারী একটি সন্তানের জন্ম দেবে, সাক্ষ্য হিসাবে যে ঈশ্বর তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। আর এখানে সেই ভবিষ্যদ্বাণীকৃত জন্ম। একজন কুমারী, যে গর্ভবতী হওয়ার জন্য শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়া উচিত, তিনি গর্ভবতী হবেন এবং তিনি একটি পুত্রের জন্ম দেবেন।

একদিকে, এটি যীশুর ঈশ্বরত্বের দিকে ইঙ্গিত করে, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভে নীত হন। তিনি হবেন পবিত্র। অনেক ভাবে এটি যীশুর ঈশ্বরত্বকে নির্দেশ করে। কিন্তু এটিও, ঠিক স্পষ্টভাবে, তাঁর মানবতা নির্দেশ করে। ৩১ পদে গ্যাব্রিয়েল বলেছেন যে মরিয়ম গর্ভধারণ করবে। পদ ৩৫-এ, তিনি

বলেছেন যে যীশু তোমার থেকে জন্মগ্রহণ করবেন। মরিয়ম যীশুর মা, একইভাবে এবং একই পরিমাণে যেমন আপনার মা বা আমার মা। এই বিষয়টি ভাবুন। যীশু যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, তিনি মরিয়মের জেনেটিক তথ্য নিয়ে এসেছিলেন। অর্থাৎ যীশু দেখতে মরিযমের মত হবেন। আমরা অবশ্যই বিশদভাবে জানতে পারি না, তবে সম্ভবত তার চুলের রঙ তার মতোই ছিল,বা সম্ভবত যখন তিনি হাসছিলেন, তখন তাঁর হাসিটি তার মায়ের মতোই দেখাচ্ছিল। তিনি মরিয়মের গর্ভ থেকে এসেছিলেন। আবার, যেমন আমরা গালাতীয় ৪:৪ পদে পড়ি, তিনি "স্ত্রীজাত" ছিলেন। তিনি এমনভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেভাবে অন্য কোনও পুরুষ কখনও জন্মগ্রহণ করেননি– তিনি কুমারী থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মানুষ।

সম্পূর্ণরূপে মানুষ হিসাবে, যীশু এইভাবে মানবতা গঠনকারী সমস্ত কিছুতে অংশ নেন। তাঁর একটি বাস্তব মানবদেহ আছে। ১ যোহন ১:১ পদে, যোহন খুব স্পষ্ট যে শিষ্যরা যীশুকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র এক আবির্ভাব ছিলেন না। তিনি কেবল একজন পুরুষের মতো উপস্থিত ছিলেন না। না, যীশু ছিলেন একজন সত্য মানুষ। তাঁর সত্যিকারের মানব দেহ ছিল। যোহন ২০:২৭ পদে যীশুর পুনরুত্থানের পরেও, শিষ্য থোমা তাঁর শরীর অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিল– এমনকি যীশু ক্রুশে যে ক্ষতগুলি ভোগ করেছিলেন তাও অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিল। ২ যোহন ১:৭ পদে, যোহন একটি চমকপ্রদ বিবৃতি দেয়। তিনি লিখেছেন; "কারণ অনেক ভ্রামক জগতে বাহির হইয়াছে; যীশু খ্রীষ্ট মাংসে আগমন করিয়াছেন, ইহা তাহারা স্বীকার করে না; এই ত সেই ভ্রামক ও খ্রীষ্টারি।" যীশু দেহ ধারণ করেছিলেন। তিনি সব দিক থেকে সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। অন্যথায় বিশ্বাস করা বা শিক্ষা দেওয়া সুসমাচারের বৈপরীত্য। যীশু হলেন সম্পূর্ণরূপে মানুষ।

যেমন, যীশুর শুধুমাত্র একটি মানব দেহ নেই,তার একটি মানব মনও রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে মথি২৪:৩৬ পদে। তাঁর একটি মানব আত্মা আছে, যেমনটি আমরা লূক ২৩:৪৬ এও দেখতে পাই। তাঁর একটি মানবিক ইচ্ছা আছে, যা আমরা লূক ২২:৪২ পদে দেখতে পাই। আমরা আমাদের পরবর্তী বক্তৃতায় এই অনুচ্ছেদের কিছু অংশে ফিরে আসবো,যখন আমরা চিন্তা করবো কিভাবে যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ। কিন্তু আপাতত, আমরা অন্তত সেগুলিকে শাস্ত্রের এমন স্থান হিসাবে নির্দেশ করতে পারি যেখানে আমরা দেখতে পাই যে মনুষ্যের সঙ্গে জড়িত বিষয় সকল যীশুর অধিকারী বা অংশিদারি। মানবতার এমন কোন অংশ নেই যা যীশুর নেই। মানব প্রকৃতির এমন কোন উপাদান নেই যা যীশুর নেই। যখন বাক্য মাংসে পরিণত হয়েছিল, তখন তিনি একটি পূর্ণ মানব প্রকৃতি নিয়েছিলেন– একটি মানব দেহ,একটি মানব আত্মা।

এখন এই মুহুর্তে,আমাদের খুব পরিষ্কার হতে হবে। যীশু খ্রীষ্ট পাপ থেকে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। ইব্রিয় ৪:১৫ পদে, আমরা পড়ি যে যীশু খ্রীষ্ট সব দিক থেকে আমাদের মতো, "তবুও পাপবিহীন।" অথবা, ইব্রিয় যেমন ৭:২৬ পদেও এটি বলে; যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপিগণ হইতে পৃথক্‌কৃত এবং স্বর্গ সকল অপেক্ষা উচ্চীকৃত।" ২ করিন্থীয় ৫:২১ পদে, পৌল স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে যীশু "কোন পাপ জানতেন না।" মথি ২৭:২৩ পদে আমরা যা পড়ি তা তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে, যীশু তাঁর অভিযুক্তদের সামনে রয়েছেন, তাঁর বিচার পীলাত দ্বারা বিবেচনা করা হচ্ছে এবং যীশুর অভিযুক্তরা জেরুজালেমকে খোঁজ করে এমন একজন লোককে খুঁজে বের করার জন্য– এমন একজন ব্যক্তিকে– যিনি একটি অভিযোগ আনবেন যীশুর বিরুদ্ধে। আর তারা একজনকেও খুঁজে পায়নি, একজনকেও না। এমনকি সেই সমস্ত শত্রুরা যারা সর্বদা অন্বেষণ করছিল,সর্বদা একটি মিথ্যা শব্দ খুঁজছিল, সর্বদা একটি ভুল ধরার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু তারা এমন একটি কিছুও তৈরি করতে পারেনি যে যীশু ভুল করেছেন। যীশু পাপের কলঙ্ক থেকে পুরোপুরি মুক্ত। তিনি মরিয়মের গর্ভে পবিত্র ছিলেন– আমরা লূক ১ অধ্যায়ে মাত্র এক মুহূর্ত আগে দেখেছি এবং তিনি সারা জীবন পাপ থেকে মুক্ত ছিলেন।

এখন এখানে, একটি প্রশ্ন আসতে পারে। যদি সমস্ত মানুষ পাপী হয় এবং যীশু একজন পাপী না হন, তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে তিনি সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন? আমরা দুটো জিনিসই বলতে পারি। আমরা বলতে পারি যে যীশু পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তিনি সম্পূর্ণ মানুষ, কারণ পাপ-পতন-সত্যিকারের মানব প্রকৃতি নয়। এটা মানব প্রকৃতির বিকৃত রূপ। যখন আদম এবং হবাকে এদন উদ্যানে সৃষ্টি করা হয়েছিল,তখন তারা সম্পূর্ণ ও নিখুঁতভাবে মানুষ ছিল, কিন্তু পতনের আগে তারা পাপমুক্ত ছিল। মানুষ হওয়ার জন্য একটি মাংসের দেহ আবশ্যক। আপনার যদি মাংসের শরীর না থাকে তবে আপনি একজন মানুষ নন। মানুষ হওয়ার জন্য পাপের প্রয়োজন নেই। যীশু সম্পূর্ণরূপে, নিখুঁতভাবে একজন মানুষ এবং তাঁর মানবতার পরিপূর্ণতার অংশ হল যে তিনি পাপমুক্ত। তার পূর্ণ মানবতার মধ্যে যীশু আসলেই সেই মানুষ ছিলেন যে উদ্দেশ্যে মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করা

হয়েছিল– পবিত্র ও নির্মল। তাই আমাদের একদিকে খুব স্পষ্ট হতে হবে যে,যীশু সম্পূর্ণরূপে আমাদের মত– তিনি সম্পূর্ণ মানুষ। একই সময়ে, আমাদের খুব স্পষ্ট হতে হবে যে তিনি পাপমুক্ত। পুনরায় ইব্রিয়ের হিব্রুদের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, ৪ অধ্যায় ১৫ পদ থেকে, তিনি প্রতিটি বিষয়ে আমাদের মতো, "তবুও পাপ বিহীন।"

কিন্তু আমরা যীশুর মধ্যে যে অন্য সব উপায়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পাই তা গভীর এবং এটি সম্পূর্ণ। তিনি সত্যিই সম্পূর্ণ মানুষ। উদাহারণস্বরূপ শাস্ত্রে, আমরা দেখি, যীশু স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। লূক ২:৫২ পদে, লূক যীশুর বিষয়ে লিখছেন এবং তিনি লিখেছেন যে "পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন।" যীশু বড় হয়েছেন। তিনি ছিলেন শিশু এবং তারপর তিনি শৈশব অবস্থা থেকে বৃদ্ধি পান এবং তারপর তিনি একটি কিশোরে পরিণত হন। আর এই সব অবস্থায় তিনি লম্বা হয়ে উঠছিলেন এবং তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন। তিনি একটি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, নিঃসন্দেহে ছুতোরের দয়ালু পুত্র হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। লূক ২:৪২-৫২ পদে আমরা যীশুর বারো বছর বয়সের ঘটনা সম্পর্কে পড়ি। আর তুলনামূলকভাবে বারো বছর বয়সে, যীশু ইতিমধ্যেই শাস্ত্র সম্পর্কে এত গভীর উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে জেরুজালেমের ধর্মীয় নেতাদের বিস্মিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লূক ২ অধ্যায়ের পরে, যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ এবং পুনরুত্থানের প্রায় তিন বছর আগে, যতক্ষণ না তিনি অনেক বড় হয়েছিলেন এবং তাঁর জনসাধারণের পরিচর্যায় প্রবেশ করেছিলেন,ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে যীশু সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলা হয়নি। যখন আমরা এই প্রাপ্তবয়স্ক যীশুর সাথে দেখা করি,তখন আমরা দেখতে পাই যে তিনি এখনও প্রতিটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মানুষ।

যদিও যীশু পাপী ছিলেন না,পতিত হননি, তাঁর মানবিক সীমাবদ্ধতা ছিল। দীর্ঘ দিন প্রচার ও ভ্রমণের পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। আমরা মার্ক ৪:৩৮ পদে এরকম একটি উদাহরণ পড়ি। যীশু তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন, যেমন আমরা যোহন ১৯:২৮ পদে পড়ি। যীশু স্থানীয় ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি একটি জায়গায় বসবাস করতেন এবং একজনকে সেই জায়গায় আসতে হত যেখানে তিনি থাকতেন, তাঁকে দেখতে এবং তাকে শুনতে। এই বুনিয়াদী তথ্যগুলি সক্কেয়র বিবরণের মাধ্যমে, লূক ১৯:১-৪ মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ পাওয়া যায়। যীশুর মানবিক আবেগ ছিল– আসলে, পাপহীন মানুষের আবেগের সম্পূর্ণ পরিসর। যীশু আনন্দিত ছিলেন; তিনি হেসেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের সাথে সময় এবং সহভাগিতা উপভোগ করেছিলেন। আমরা তা যোহন ১৫:১১ পদে দেখতে পাই। যীশু অন্যদের ভালোবাসতেন, যেমনটি আমরা যোহন ১১:৫ পদে দেখি। তাঁর মায়ের প্রতি তাঁর একটি নির্দিষ্ট ভালবাসা, এক বিশেষ ভালবাসা ছিল, যার আমরা যোহন ১৯:২৬-২৭ পদে প্রমাণ পাই। যীশু যখন দুর্বলদের দেখেছিলেন, তখন তিনি তাদের প্রতি করুণা করেছিলেন, যেমন তিনি যোহন ৮:৭ পদে করেন। তিনি তাদের জন্য করুণা করেছিলেন যারা যন্ত্রণাগ্রস্থ ছিল, যেমন আমরা মার্ক অধ্যায় ১০ এর ৫০ থেকে ৫২ পদে পায়। একটি পতিত জগতে পাপের ধ্বংসলীলা তাঁকে হতাশ করেছিল। যার প্রমাণ আমরা যোহন ১১:৩৩ পদ পায়। যীশুর বন্ধুরা মারা গেলে তিনি কাঁদলেন। তিনি যোহন ১১:৩৫ পদে তা করেন। যীশু এত গভীর যন্ত্রণাকে জানতেন, যে শুধুমাত্র তাঁর নিজের পবিত্র সততা, আত্মার পরিচর্যা এবং স্বর্গদূতদের পরিচর্যা তাঁকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, যেমনটি আমরা গৈৎশিমানিতে দেখতে পাই; লূক ২২:৪৪। যীশু জানতেন যে কঠিন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার ভয়ঙ্করতা কীরূপ। তিনি মথি ২৬:৩৬-৪৬ পদে সেই কম্পনের মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধের অধীনে আসার ভয়াবহতা, জনশূন্যতা জানতেন। আমরা মথি ২৭:৪৬ পদে এটি দেখতে পাই। যদি একটি পাপহীন মানব আবেগ থাকে, তবে যীশু তা অনুভব করেছিলেন।

এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে, যীশু আবার সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। তিনি ঠিক অন্য প্রতিটি মানুষের মতোই ছিলেন। যিশাইয় ৫৩:২-এ, আমাদের বলা হয়েছে যে "দুঃখভোগী দাস"– এবং সেই যন্ত্রণাদায়ক সেবক হলেন যীশু– আমাদের বলা হয়েছে যে [যীশুর] কোন রূপ বা সুন্দরতা নেই এবং যখন আমরা তাঁকে দেখতে পাব, তখন এমন কোন সৌন্দর্য নেই যে আমরা তাঁকে প্রেম করব।" এখন সেই পদটির মানে এই নয় যে যীশু কুৎসিত ছিলেন, এর অর্থ হল তাঁর সম্পর্কে দৃশ্যমানভাবে আলাদা কিছু ছিল না। তিনি কোনভাবে অন্যদের থেকে ভিন্ন ছিলেননা। আপনি নাসরতের রাস্তায় তাঁকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন এবং তিনি ঠিক অন্য সবার সাথে মিশে যাবেন। তিনি সাধারণ ছিলেন। আমরা সুসমাচারগুলিতে, মার্ক ৬:২ এর মতো জায়গায় পড়ি যে লোকেরা যীশুর শিক্ষা এবং তাঁর অলৌকিক কাজগুলিতে বিস্মিত হয়েছিল কারণ, সমস্ত আবির্ভাবে তিনি সাধারণ মানুষের মতই ছিলেন। তিনি যে জিনিসগুলি করেছিলেন তা করতে সক্ষম হওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে না। যীশুর নিজ শহরের লোকেরা, যারা তাঁকে

সারাজীবন চিনতেন, তাদের কাছে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ছুতোরের সাধারণ ছেলে। আমরা মার্ক ৬:৩ পদে সেই প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই।

যীশু সাধারণ মানুষের মতই ছিলেন। তিনিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেড়ে উঠেছেন, মানুষের সীমাবদ্ধতা, মানবিক আবেগ অনুভব করার সময়,অন্য যে কোনও মানুষের মতো, তবুও পাপ বিহীন এবং তারপরে তিনি মারা যান। এখন, যীশুর মৃত্যু ছিল একেবারেই অনন্য এবং আমরা সেই বিষয়ে আসব, কিন্তু সমস্ত মানুষের মৃত্যুর সাথে এর একটা মিল ছিল। যীশু মারা গেলেন। একটি অভ্রান্ত ইঙ্গিত যে যীশু সম্পূর্ণরূপে মানুষ যে তিনি মারা গেছেন। তিনি ক্রুশের উপর একটি মৃতদেহ রেখে গেলেন যা আরিমাথিয়ার যোষেফ এবং নিকোদিমকে নামিয়ে আনতে হয়েছিল এবং সদ্য তৈরি করা সমাধিতে তা রাখা হয়েছিল। আমরা যোহন ১৯:৩৮-৪২ পদে এটি পড়ি। সেই দেহ, যীশুর সেই মৃতদেহ, যীশু পুনরুত্থান শক্তি এবং শক্তিতে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত সমাধিতে রয়ে গেল। তাঁর পুনরুত্থানে, তিনি মানুষই রয়ে গেছেন– তিনি এখনও এই মুহূর্তে– সম্পূর্ণ মানুষ।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মানবতা এমন কিছু নয় যা পুত্র তাঁর পার্থিব পরিচর্যার জন্য নিজের কাছে নিয়েছিলেন, শুধুমাত্র পুনরুত্থানের সময় এটিকে একপাশে রেখেছিলেন। তাঁর দেহধারণ ছিল চিরতরের। এটি শেষ হয় না। আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছি,যোহন অধ্যায় ২০ থেকে, যে থোমা যীশুর পুনরুত্থিত মানবদেহ অনুভব করতে সক্ষম ছিল। পুনরুত্থিত যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে খেতে সক্ষম ছিলেন, যোহন ২১:১২-১৪ পদে আমরা তা দেখতে পাই। এখন, যীশুর পুনরুত্থান দেহ পুনরুত্থানের আগে তাঁর দেহের তুলনায় বেশ আলাদা বলে মনে হচ্ছে। আমরা যোহন ২০:১৯ পদে যা পাই তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে যীশুর পুনরুত্থান দেহ অদৃশ্য হয়ে আবার আবির্ভূত হতে সক্ষম। সুতরাং যীশুর মানবদেহে পুনরুত্থানে নতুন ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এটি এখনও তাঁর মানবদেহ। ফিলিপীয় ৩:২০-২১ পদে, প্রেরিত পৌল এটি লিখেছেন: "কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা; আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি; তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন, যে কার্য্যসাধক– শক্তিতে তিনি সকলই আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তাহারই গুণে করিবেন।" আপনি কি তা শুনলেন? বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের আশা, আমাদের উদ্বেগ, আমাদের কথোপকথন, পৌল বলেছেন, স্বর্গে আছে, কারণ যীশু সেখানে আছেন। যখন তিনি ফিরে আসবেন, যীশু যখন যুগের শেষের দিকে ফিরে আসবেন, তখন যীশু আমাদের জঘন্য শরীরকে পরিবর্তন করবেন যাতে এটি তাঁর মহিমান্বিত দেহের মতো তৈরি হয়। যখন আমরা মহিমান্বিত হব যীশুর দেহের চেয়েও বেশি করে যীশুর মানবতা আমাদের হবে।

যীশু ছিলেন এবং তিনি থাকবেন এবং তিনি সর্বদা সম্পূর্ণরূপে একজন মানুষ, তাঁর মানবতায় নিখুঁত; তিনি একজন নারী থেকে জন্ম নেন, বৃদ্ধি ও বিকাশের একটি সাধারণ জীবনের মধ্য দিয়ে যান, মানবতার সমস্ত পাপহীন সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে গমন করেন; পাপহীন আবেগের মধ্যে দিয়ে আমরা যার অধীনে আছি, মৃত্যুতে শেষ নির্জনতার সমস্ত পথ এবং সমাধি, এমনকি পুনরুত্থানের উজ্জ্বল গৌরব– এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে, যীশু সম্পূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে মানুষ ছিলেন, তাঁর মানবতায় নিখুঁতরূপ। যীশু নিজে পাপ শূন্য হয়ে, একটি পতিত জগতের কষ্ট এবং জীবনের বাস্তবতার উপরে-উপরে ঘোরাফেরা করতে আসেননি। যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আপনার বা আমার চেয়ে আরও নিখুঁত মানুষ ছিলেন। এই সত্য, যীশুর নিখুঁত মানবতার সত্য, এটি ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণের জন্য একেবারে অপরিহার্য। দেহধারণ অপরিহার্য, ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণের জন্য এটি প্রয়োজনীয়। ইব্রিয় পুস্তক ২:১৪-১৫ পদে আমরা এটি পড়ি: "ভাল, সেই সন্তানগণ যখন রক্তমাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।" আপনি সেখানে যুক্তিটি বুঝতে পারছেন? রক্তমাংস রক্ষা করার জন্য, পুত্রকে রক্তমাংসে পরিণত হতে হয়েছিল। নারী ও পুরুষকে বাঁচাতে যীশুকে একজন মানুষ হতে হয়েছিল। যীশুর মাংস এবং রক্ত যদি আমাদের মতো না হয় তবে তিনি আমাদের বাঁচাতে পারবেন না। দেহধারণ করা নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ দেহধারণ করেননি এমন একজন পুত্র তাঁর লোকেদের তাদের পাপ থেকে বাঁচাতে পারেন না। তিনি তাদের পরিবর্তে মরতে পারেন না। তিনি তাদের বিচার সহ্য করতে পারেন না। তাঁকে মানুষ হতে হয়েছিল। একই প্রয়োজনীয়তা গালাতীয় ৪:৪ পদে দেখা যায়। সেখানে, পৌল লিখেছেন: "কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন।" একজন মহিলার থেকে জন্ম নেওয়ার মাধ্যমে– এবং আমরা ইতিমধ্যেই এর সাথে জড়িত সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করেছি– একজন মহিলার থেকে জন্ম নেওয়ার মাধ্যমে, পুত্র ব্যবস্থার অধীনে

এসেছেন, অনুচ্ছেদটি এই কথা বলে। তিনি যদি যারা ব্যবস্থার অধীন তাদের রক্ষা করতে চান তবে যীশুকেও ব্যবস্থার অধীনে আসা আবশ্যক। আবার, মানুষকে বাঁচানোর জন্য, পুত্রকে মানুষ হতে হয়েছিল। পাপীদের পরিত্রাণের জন্য দেহধারণ করা নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, দেহধারণ করা সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হতে থাকে যা যীশু করেন না। এই পাঠে পরবর্তি সময়ে, আমরা আরও বিশদে খ্রীষ্টের চলমান কাজ নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু যীশু তাঁর লোকেদের জন্য যে কাজগুলো করেন তার মধ্যে একটি, যেটি তিনি আজ আপনার জন্য করেন, তা হল তিনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি স্বর্গের সিংহাসনের সামনে আমাদের কারণে আবেদন করেন। ইব্রিয় ৩:১৪-১৬ পদে, আমরা এটি পড়ি; "কেননা আমরা খ্রীষ্টের সহভাগী হইয়াছি, যদি আদি হইতে আমাদের নিশ্চয়জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধারণ করি। ফলতঃ উক্ত আছে,"অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর,তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না,যেমন সেই বিদ্রোহস্থানে।" বল দেখি, কাহারা শুনিয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল? মোশি দ্বারা মিসর হইতে আনীত সমস্ত লোক কি নয়?" আমরা আমাদের স্বীকারুক্তি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সক্ষম", ১৪ পদ বলে, যার অর্থ আমরা বিশ্বাসে দাঁড়াতে সক্ষম, আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে সাহসের সাথে আসতে সক্ষম, সেখানে করুণা খুঁজে পেতে এবং অনুগ্রহ বজায় রাখতে সক্ষম, পদ ১৬ তা বলে। কেন? কেন আমরা এমন আরাম জানি? কারণ আমাদের মহান মহাযাজক যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ মানুষ। তিনি ভেতর থেকে মানবতার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা জানেন। কারণ যীশু সম্পূর্ণ মানুষ, তাঁর নিখুঁত মানবতার কারণে, যীশু আপনাকে বাঁচাতে এবং আজও অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে যাওয়ার জন্য শান্তি দিতে সক্ষম, কারণ তিনি আমাদের একজন।

আমরা এই অধিবেশনটি বন্ধ করার আগে, আমি আপনাকে একটি অস্বস্তিকর চ্যালেঞ্জ দিই যা আমাদের সামনে যীশুর নিখুঁত মানবতা বিবেচনা করার সময় রাখা হয়েছে। মানুষ হিসাবে, আমরা আমাদের মানবতার উপর আমাদের পাপের দোষারোপ করতে পারদর্শী। আমরা আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষান্বিত কারণ মানুষ ঠিক এমনই হয়। অথবা আমরা লম্পটভাবে তাকাই, কারণ মানুষ তাই করে। আমরা পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, বা আমরা শিশুদের প্রতি অধৈর্য, কারণ মানুষ ঠিক এমনই হয়। অথবা হতে পারে কারণ আমরা ক্লান্ত, বা একাকী। ভাই ও বোনেরা, যীশু খ্রীষ্ট, মানবতায় নিখুঁত এবং পাপ বিহীন, সেই সমস্ত মিথ্যাকে মাটিতে পুড়িয়ে দেন। যিনি নিখুঁত মানুষ তিনি এই জীবনের মধ্য দিয়ে হেঁটেছেন, এর সমস্ত ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতা এবং বেদনা নিয়ে এবং তিনি কখনও পাপের প্রান্তও স্পর্শ করেননি। তিনি ছিলেন পবিত্র, নিরীহ এবং নিষ্পাপ। এর অর্থ হল, অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে,আমাদের পাপকে পাপ বলেই চিহ্নিত করা দরকার। এটি আমাদের মানবতার অক্ষমতা নয়। এটি পাপ। তাই আমাদের এটির জন্য অনুতপ্ত হওয়া দরকার এবং এর জন্য তাঁর কাছে স্বীকারুক্তি করতে হবে, যিনি কোন পাপ জানেন না এবং যিনি এখন অনুগ্রহের সিংহাসনে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন।

গত অধিবেশন, আমরা যীশুর নিখুঁত ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে শিখেছি। যীশু সম্পূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে ঈশ্বর। এমন একটি মুহূর্ত ছিল না যেখানে পুত্রের অস্তিত্ব ছিল না, বা যেখানে তিনি জীবিত ঈশ্বরের উজ্জ্বল মহিমা ছিলেন না। এই অধিবেশনে, আমরা যীশুর নিখুঁত মানবতা সম্পর্কে শিখেছি। যীশু সম্পূর্ণরূপে এবং নিখুঁত মানুষ। আমাদের মানবতার এমন কোন অংশ নেই, পাপ ব্যতীত, যা পুত্র নিজের করে নেননি এবং স্বর্গের দীপ্তিতে এটি এখনও তাঁর নিজের নয়। আমরা কী বলি, যীশু কে? আমরা বলি যে তিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং আমরা বলি যে তিনি সম্পূর্ণ মানুষ। যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ। আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে, আমরা এর অর্থ কী তা নিয়ে একটু চিন্তা করার চেষ্টা করব এবং যতদূর আমরা বুঝতে পারি, আমরা বোঝার চেষ্টা করবো যে এটি কীভাবে কাজ করে।